CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 December, 2020 ■ আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ১৫ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বরফ গলল, কৃষকদের আংশিক দাবী মানল কেন্দ্র, পরবর্তী বৈঠক ৪ জানুয়ারী

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.)।। ইতিবাচক দিশা নিয়ে শেষ হল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কৃষক সংগঠনগুলির বৈঠক। কৃষকদের তরফ থেকে যে চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার দাবি বৈঠকের আগে করা হয়েছিল, এদিন সেগুলি আলোচিত হয়েছে। চারটি দাবির মধ্যে দুটিতে ঐক্যমত্যে এসেছে দুই পক্ষ। পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে জানুয়ারির ৪ তারিখে।

কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, খুব ভালো পরিবেশে এদিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিবাচক দিশা নিয়ে বৈঠক সমাপন হয়। চারটির মধ্যে দু''টি বিষয়ে দুই পক্ষ একমত হয়েছে। দিল্লি তীব্র শীতের কারণে কৃষক নেতাদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে অবস্থান-বিক্ষোভ থেকে প্রবীণ নাগরিক, মহিলা এবং শিশুদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। পরবর্তী পর্যায়ে বৈঠক হবে ৪ জানুয়ারি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ষষ্ঠ বারের জন্য বিক্ষোভরত কৃষকদের ৪০ গঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় সরকার। বৈঠকে কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এমনকি কৃষকদের সঙ্গে একসাথে মধ্যাহ্নভোজ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। এদিন কৃষকদের তরফ থেকে দাবি করা হয় ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো নিয়ে পরিবেশ বিষয়ক যে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষকরা। এই অধ্যাদেশের বাইরে কৃষকদের রাখার আবেদন করা হয়েছে। কৃষকদের এই দাবিতে সম্মতি জানিয়েছে কেন্দ্র। কৃষকদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল বিদ্যুতের আইনে যে সংস্কার আনা হয়েছে তাতে করে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র তরফ থেকে কৃষকদেরকে জানানো বিদ্যুতের যে ভর্তুকি সরকারের তরফ থেকে কৃষকদেরকে দেওয়া হয়, তা বহাল থাকবে। এই নিয়ে দুই পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

দল্লির বিজ্ঞান ভবনে কৃষক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক ইতিবাচক বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। কিন্তু এই বৈঠকেও কোন রকমের সমাধানসূত্র বেরিয়ে না আসার কারণে হতাশা প্রকাশ করেছেন ক্রান্তিকারী কিষান ইউনিয়নের সভাপতি দর্শন পাল।

বুধবার বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে দর্শন পাল জানিয়েছেন, কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইন বাতিল করার প্রসঙ্গ এখনও জট লেগে রয়েছে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইনি বৈধতা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে এখনো কোনো সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি। ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো প্রসঙ্গে কৃষকদেরকে জরিমানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি বিলের প্রতিবাদে বুধবার আগরতলায় কংগ্রেসের মশাল আক্রোশ মিছিল। ছবি নিজস্ব।

বন্য হাতির তান্ডবে লন্ডভন্ড বসতঘর, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বন্যহাতির তাণ্ডবে মানুষের মতো দিশেহারা। গতকাল রাতেও বন্যহাতির তাণ্ডব চালিয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। বন্য হাতির দল গতকাল রাতে একটি রাবার বাগানে ঢুকে প্রচুর রাবার গাছ ধ্বংস করে দিয়েছে। ফসল নষ্ট করার পাশাপাশি বন্য হাতির দল বাড়ি ঘরে ঢুকে বসতবাড়ি ভাঙচুর করছে বলেও অভিযোগ।

বন্য হাতি তাড়ানোর জন্য বনদপ্তর কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তা যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ। সে কারণেই মহারানী পৌর এলাকায় ক্ষুব্ধ জনতা বন্যহাতির তাণ্ডব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে পথ অবরোধে শামিল হল। বুধবার মহারানী পড়ে বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ চলতে থাকে। অবরোধের খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ ছুটে যান। পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন।

বন্যহাতির তাণ্ডব থেকে যাতে এলাকাবাসী রক্ষা পেতে পারেন এবং তাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করা যায় সেজন্য প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে আপাতত পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন অবরোধকারীরা।তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্যহাতির তাড়াতে বনদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আতঙ্ক বাড়ছেই ! ভারতে ২০ জনের শরীরে নয়া করোনা স্ট্রেনের হদিশ

ব্রিটেন থেকে পাটনায় আসা ৯২ জন যাত্রীর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। মঙ্গলবার ছিল ৬। বুধবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০। ব্রিটেন থেকে ভারতে আগত মোট ২০ জনের শরীরে মিলল করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতির হদিশ। এই ২০ জনের মধ্যে ২ বছরের একটি শিশুও রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে ব্রিটেন থেকে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মেরঠে ফিরেছিল ২ বছরের শিশুটি। পরীক্ষা করতেই জানা গিয়েছে করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেনে (প্রজাতি) আক্রান্ত হয়েছে সে। এই শিশুটির সঙ্গে দেশে সব মিলিয়ে এখন নতুন করোনা-স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০। তবে এত কম বয়সি কেউ এর আগে এ দেশে নতুন স্ট্রেনে আক্রান্ত হয়নি। ওই বাচ্চাটির মা-বাবাও কোভিডে আক্রান্ত। কিন্তু তাঁদের দেহে নতুন স্ট্রেন রয়েছে কি না সেই রিপোর্ট এখনও আসেনি।

ব্রিটেন থেকে ফেরার পর ওই পরিবারের মোট চারজনের করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাঁদের প্রত্যেকের রিপোর্টই পজিটিভ আসে। নতুন স্ট্রেনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাঁদের নমুনা জিনোম সিকোয়েন্স করানোর জন্য দিল্লি পাঠানো হয়। চারটি নমুনার মধ্যে বাচ্চাটির শরীরে নতুন স্ট্রেনের খোঁজ মিলেছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারতে নতুন স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬। বুধবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগেই ৬ জনের শরীরে নতুন স্ট্রেনের সন্ধান মিলেছে। এছাড়াও এনসিডিসি দিল্লিতে ৮ জন, এনআইবিজি কল্যাণী (কলকাতার কাছে)-তে একজন, এনআইভি পুণে-তে একজন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল হেলথ এন্ড নিউরো-সায়েন্সেস-এ ৭ জন, হায়দরাবাদের সেন্টার ফর সেলুলার এন্ড মলিকুলার বায়োলজি (সিসিএমবি)-তে দু''জন এবং আইজিআইবি-তে একজন।

করোনা নতুন স্ট্রেনে বিপর্যস্ত ব্রিটেন। দক্ষিণ আফ্রিকাকেও এই ভাইরাস বিস্তার লাভ করেছে। অস্থায়ীভাবে বৃটেনের সঙ্গে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হলেও ২৩ ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত ব্রিটেনের ফেরত যাত্রীদের শরীরে করোনার এই নতুন স্ট্রেন মিলেছে। এখনও পর্যন্ত ভারতে নতুন স্ট্রেনে আক্রান্ত কুড়িজন। করোনার নতুন স্ট্রেনের আতঙ্ক এসে পৌঁছেছে বিহারেও। ইতিমধ্যেই পূর্ব ভারতের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ব্রিটেন থেকে ফিরে আসা ৯২ জন যাত্রীর খোঁজ মিলছে না।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে তাদের ফোন সুইচ অফ। এমনকি যে ঠিকানায় তারা ছিল সেখানে গিয়ে দেখা গিয়েছে তারা নেই। ফলে সেইসব যাত্রীদের নামের তালিকা এবং ছবি রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই যাত্রীদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফলে চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে প্রশাসনিক কর্তাদের কপালে। এই সকল যাত্রীদের এখনও পর্যন্ত কোনও রকমের করোনা পরীক্ষা করা হয়নি। জানা গিয়েছে এই ৯২ জনের মধ্যে ৮০ জন এমন রয়েছেন যারা সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ফিরেছে। বাকিরা ভারতে আসার পথে ব্রিটেন থেকে বিমান বদল করেছিল। এদের মধ্যে ৩০ জন মহিলা রয়েছে।

বিনা অনুমতিতে কামালঘাট স্কুলের ১৭ জন শিক্ষক অনুপস্থিত নোটিশ দেয়ার নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। মোহনপুরের কামাল ঘাট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আচমকা সফর করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। বুধবার আচমকা সফর করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী লক্ষ করেন মোহনপুরের কামাল ঘাট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর ১৭ জন শিক্ষক বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত রয়েছেন এ ধরনের অরাজকতা মূলক কাজকর্মে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শোকজ নোটিশ পাঠাতে তিনি দপ্তর কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। কামালঘাট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বিদ্যালয় এর অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন সংক্রান্ত বিষয় এবং কি কি অসুবিধা রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হন শিক্ষা মন্ত্রী। বিদ্যালয়ে যেসব সমস্যা রয়েছে সেইসব সমস্যা দ্রুত সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। বিদ্যালয়ের ১৭জন শিক্ষক শিক্ষিকা বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী কড়া ভাষায় বলেন এভাবে অরাজকতার পরিবেশ কায়েম করতে দেওয়া হবে না। এবছর এমনিতেই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার যখন পুনরায় শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ঠিক সেই সময়ে বিনা অনুমতিতে ১৭ জন শিক্ষক শিক্ষিকা অনুপস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি আরো জানান বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবকসহ সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়গুলিতে কর্মসংস্কৃতি ফিরে না আসলে সরকার ও প্রশাসন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলে তিনি রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী আজ আরও বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় আচমকা সফর করেছেন।

খোয়াইয়ে গৃহবধূ ও কমলপুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। খোয়াই থানা এলাকার বনকর দশমি ঘাটএলাকায় আত্মহত্যা করেছে এক গৃহবধূ। সংবাদ সূত্রে জানা যায় গৃহবধুটির বাপের বাড়ি দশমাইল ঘাট এলাকায়। স্বামীর বাড়ি সিঙ্গি ছড়া এলাকায়। তিন দিন আগে গৃহবধুটির বাড়ি থেকে তার বাপের বাড়িতে এসেছিল। বাপের বাড়িতে এসে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় গৃহবধূটি।

জানা যায় বাপের বাড়িতে পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আত্মহত্যা করে গৃহবধূ। ঘটনার পরপরই খোয়াই থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পাঠানো হয় তার স্বামীর বাড়িতে।খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠায়। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে বিরোধের জের ধরেই শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়িতে এসে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ওই গৃহবধূ।বাপের বাড়িতে এসে মেয়ের আত্মহত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ধলাই জেলার কমলপুরের বালিগাঁও দুই নং ওয়ার্ডের রাবার বাগান থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম নারায়ন দাস। পেশায় কাঠমিস্ত্রি। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে বাড়ি থেকে বের হয় রাতে ঐ ব্যক্তির বাড়িতে ফেরেন নি। মঙ্গলবার রাবার বাগানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মতাদর্শগতভাবে রাজনীতি করার জন্য শাসক দলকে পরামর্শ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলা টাউন হলে।বুধবার এসএফআইয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আগরতলা টাউন হলের সামনে এসএফআইয়ের নেতৃবৃন্দ সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন এবং শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

এ উপলক্ষে আগরতলা টাউন হলে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এসএফআইয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন ছাত্র নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলে চলবেনা। ছাত্র আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

মানিক সরকার বলেন ছাত্ররা সমাজের পথপ্রদর্শক। ছাত্র আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত হলে সমাজ সঠিক পথে পরিচালিত হবে বলে তিনি মনে করেন। ছাত্র সংগঠনের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক আঙ্গিনায় সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। এককালের দাপটে ছাত্রনেতা বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন ছাত্রসমাজকে সঠিক পথ ধরেই এগোতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে চলন্ত অটোতে আগুন, বাঁচলেন চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। মোহনপুরের আমগাছিয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি চলন্ত অটোতে আগুন ধরে যায়। অটোচালক অটো থেকে লাফিয়ে কোনক্রমে আত্ম রক্ষা করেছেন। তবে ফটো থেকে লাফ দিয়ে পড়ায় অটোচালক গুরুতরভবে আহত হয়েছে।

স্থানীয় লোকরা চলন্ত অটোত আগুন ধরে যেতে দেখে রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তারা সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এর মধ্যে আগুনে পুড়ে গেছে। এদিকে চলন্ত অটোতে আগুন ধরে যাবার পর থেকে লাফ দিয়ে পরে গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় চালককে উদ্ধার করে মোহনপুর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।কিভাবে চলন্ত অটোতে আগুন ধরে গেছে সে বিষয়ে অবশ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্ধন ব্যাঙ্কের টাকা ছিনতাই, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। গোমতী জেলার রাধাকিশোর পুর থানা এলাকা থেকে বন্ধন ব্যাংকের টাকা লুটের ঘটনায় জড়িত এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক যুবকের নাম প্রভাত হরি জমাতিয়া।তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

বন্ধন ব্যাংকের টাকা লুটের ঘটনার পর থেকেই প্রভাত হরি জমাতিয়া নামে ওই ব্যক্তি পলাতক ছিল। তার বাড়ি উদয়পুর এর মহারানী এলাকায়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের জন্য খোঁজছিল।গ্রেপ্তার এড়াতে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় অভিযুক্ত প্রভাত হরি জমাতিয়া অমরপুরে অবস্থান করছে।সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অমরপুর থেকে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কীর্তন দেখে ফেরার পথে নাবালিকাকে অপহরণের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। উদয়পুরের মাতাবাড়ি এলাকায় হরিনাম সংকীর্তন থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক নাবালিকাকে অপহরণের চেষ্টা করে কতিপয় দুর্বৃত্ত।জানা যায় না বালিকাটি যখন হরিনাম সংকীর্তন থেকে বাড়ি ফিরছিল তখন কতিপয় দুর্বৃত্ত গাড়ি করে এসে নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নাবালিকাকে চিৎকার করলে লোকজন ছুটে আসেন।

তখন না বালিকাটিকে ছেড়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।এ ব্যাপারে উদয়পুর মহিলা থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অপহরণ খুন সন্ত্রাস এবং ধর্ষণের ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। এর ফলে বিশেষ করে মা-বোনদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

শিক্ষিত যুবদের মধ্যে নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি, উদ্যান, মৎস্য, পশুপালন ও রাবার চাষের মতো প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এসমস্ত প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির সাথে যুক্ত জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে।

যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণ দেওয়ার সুবিধা রয়েছে সেগুলির জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেওয়ার কর্মসূচি নিতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে ১৩৩ তম স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় সর্বশেষ এসএলবিসি-র বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো তা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে রাবার, মৎস্য, উদ্যান, কৃষি, ডেয়ারি শিল্প উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এসব ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্তদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে যেন হয়রানি হতে না হয় সেজন্য ঋণ দেওয়ার পদ্ধতিকে সরলীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, ব্যাঙ্কগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ঋণ প্রদান করবে তারজন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের শিক্ষিত যুবক যুবতীদের মধ্যে এখন নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী লঙ্কামুড়ার এক শিক্ষিত যুবক সুমন রুদ্রপালের উদাহরণ দিয়ে বলেন, স্বরোজগারের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে সে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছে। রাজ্যে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে যারা বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে উদ্যোগী হয়েছেন তাদের চিহ্নিত করে কেসিসি-র মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যাঙ্কগুলির প্রতি আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে রাজ্যে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে ৪০০ কোটি টাকার ব্যবসা হওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ৮৩ ◻ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ◻ ১৫ পৌষ ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বন্ধ রাখার নেপথ্যে

করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতির দোহাই দিয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশবাসীর কাছে ইহা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়।শুধুমাত্র করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত আতঙ্ক নয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বন্ধ করিবার পিছনে কৃষক আন্দোলনও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে কৃষকরা কোমর বাঁধিয়া ময়দানে নামিয়াছেন। তাহাতে আতঙ্কিত হইয়াই সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বন্ধ রাখিবার কৌশল গ্রহণ করিয়াছে সরকার। কৃষক আন্দোলনের আতঙ্কের জেরেই শেষ পর্যন্ত বাতিল হইয়া গেল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। অতিমারির আবহে হয়তো ইহা প্রথম দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সরকার কেন কোনও বিকল্প পন্থার কথা না ভাবিয়া সরাসরি বাতিলের রাস্তাটি বাছিয়া লইল, এমন একটি প্রশ্নও কি অস্বাভাবিক? সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী জানাইয়াছেন, কোভিড-১৯ প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অধিবেশন বাতিলের পক্ষে মত দিয়াছে একাধিক বিরোধী দলও। কিন্তু বিষয়টি কি যথার্থই এতখানি সরল? নূতন কৃষি বিল প্রসঙ্গে সংসদের একটি ছোট অধিবেশনের প্রস্তাব করিয়া সরকারকে পত্র দিয়াছিলেন লোকসভার কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। পত্রপাঠ তাহা নাকচ হইয়াছে। বিলের বিরোধিতায় রাজধানীর রাজপথে বসিয়া আছেন কৃষকেরা। তৎসত্ত্বেও আইন লইয়া আইনসভায় আলোচনার কথা বিবেচনাতেও আনিতেছে না সরকার। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান দেশের আইনকানুন স্থির করে, তাহা স্থগিত রাখা গণতন্ত্রের পক্ষে কোনও মতেই শুভ লক্ষণ নহে।

বিহারে ভোট হইল যথারীতি। আন্দোলন হইতে মেলা, সবই জারি। আগামী বৎসর একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিও শুরু হইয়া গিয়াছে। তবে বিধানসভার তুলনায় সংসদ অধিবেশনের প্রশ্নটি অনেক গুরুতর। কেননা, এই বৎসর সংসদের অধিবেশন বসিয়াছে মাত্র ৩৩ দিন। অভূতপূর্ব বলা যাইতে পারে, কেননা ইতিপূর্বে ২০০৮ সালে ৪৬ দিনের হিসাবটি সর্বনিম্ন ছিল। বিগত দুই-তিন বৎসর যাবৎ সংসদ অধিবেশনের দিনসংখ্যা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভারতে সংসদের অধিবেশন বৎসরে অন্তত একশত কুড়ি দিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনতার পরে প্রথম দুই দশক তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু যত দিন গিয়াছে, তত গড় দিনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। শেষ দশকে বিশেষ ভাবে এইসব কান্ড ঘটিয়েছে। এই ধরনের কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। এই বারে অধিবেশন বাতিলের পশ্চাতে যুক্তি থাকিলেও বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসক দলের প্রবণতাটি দুশ্চিন্তা জাগায়। দেশের আইনসভাকে সচল রাখা কেবল জরুরি নহে, জাতীয় কর্তব্য। সরকারের ক্রিয়াকলাপ বিচার করিবার দায়িত্ব আইনসভারই উপর জনতা এই সভাতেই আপনার প্রতিভূ প্রেরণ করে। রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী শাখাটির সর্বেসর্বা হইয়া ওঠা রুখিতে তাই এই শাখার সক্রিয়তা জরুরি, তাহা ব্যতীত গণতন্ত্র রক্তহীন হইয়া পড়ে। অথচ সরকারের আচরণে যেন প্রতীয়মান হইতেছে, সংসদ একটি অপ্রয়োজনীয় বস্তু। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তো দূরত্ববিধি মানিয়াই আইনসভা চালু থাকিতেছে। ভারতেও কোভিড-বিধি মানিয়া সংসদ চালাইবার ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই হইয়াছে, তদনুসারে যথাযথ ভাবে অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তবে এ বারে অধিবেশন বাতিল হইল কেন? উত্তর দিবার, সমালোচনা হজম করিবার ক্ষেত্রে শাসক দলের আত্যন্তিক অনীহাই প্রকৃত কারণ নহে তো?

সন্দেহ স্বাভাবিক, সংসদ অধিবেশনের এই দুর্ভাগ্যজনক ধারাবাহিক ম্রিয়মাণতার পিছনে কোভিড-অতিমারিই হয়তো একমাত্র যুক্তি নহে। ইহার পেছনে কৃষক আন্দোলনের আতঙ্ক সরকারকে কাবু করিয়াছে। কৃষক আন্দোলন নিয়া যদি সরকারের ভয় না থাকিত তাহা হইলে শুধুমাত্র করুণ ভাইরাস সংক্রমণের অজুহাত দিয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশন কোন অবস্থাতেই বন্ধ করা হইত না। কৃষক আন্দোলন যে সরকাররকে রীতিমতো তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে তাহা সরকারের কার্যকলাপেই প্রমাণিত হইতেছে। এই ধরনের কৌশল গ্রহণ করিয়া গণতন্ত্রককে রক্ষা সম্ভব হইবে না। সরকাকে এইসব বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করিতে হইবে।

পয়লা জানুয়ারি হৈ-হুল্লোড়ে শব্দ ও বায়ুদূষণের পারদ চড়ে যায় অনেকটাই

বরুণ দাস

> কালীপুজো ও দেওয়ালি উৎসব পালনের মতোই একত্রিশে ডিসেম্বরের (পয়লা জানুয়ারি) রাতেও তারস্বরে মাইক ও বাজি পোড়ানোর বেপরোয়া আনন্দে মেতে ওঠেন হুজুগে বাঙালি। প্রতিবছর একত্রিশে ডিসেম্বর রাত বারোটায় বাজি নামক শব্দতাণ্ডবের শুরু। তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা নানারকম শব্দবাজি তো বটেই, আলোবাজির তাণ্ডবে মেতে ওঠেন একশ্রেণির হুজুগে মানুষ। শব্দবাজিতে মানুষের কানে তালা লাগার পালা। পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে অসুস্থ কেউ থাকলে তো কথাই নেই। জানা-প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বাজি তাণ্ডবের শিকার তারা। একের আনন্দ যে অপরের নিরানন্দের (এমনকী সমূহ আশঙ্কাও) কারণ হতে পারে, তা আমরা কেউ কখনো ভাবি না। ভাবার কোনোরকম প্রয়োজনই বোধ করি না।

এতবর বড়দিন হয়েছে। প্রায় সপ্তাহ অর ফু সঙ্গ ইংরেজি নববর্ধ। শুধু ইউরোপ-আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলিই নয়, এশিয়ার দেশগুলি তো বটেই, অস্ট্রেলিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিতেও ইংরেজি নতুন বছরের কদর ও গুরুত্ব প্রায় একই। কারণ সব দেশেই বছর শুরু তো ওই ইংরেজি মাস ধরেই। ইতিমধ্যেই নতুন বছরের ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি অনেকেরই হাতে এসে গেছে। সব জিনিসপত্রের দাম উধ্বমুখী হলেও নতুন বছরের ক্যালেন্ডার কিন্তু কমবেশি প্রায় সবার ঘরেই পৌছে যায়।

না হলে আমাদের সবারই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা তো প্রায়-নয়, একেবারেই অচল। শুধু অফিস-কাছারিই নয়, যে যে ধরনের কাজের সঙ্গেই সম্পৃক্ত থাকেন না কেন, সবার কাছেই ইংরেজি মাস ধরেই চলা শুরু। এবং শেষও ওই ইংরেজি মাস ধরেই। যাবতীয় হিসেবনিকেশও আমাদের ওইত্ত জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর কিম্বা পয়লা এপ্রিল থেকে একত্রিশে মার্চ। ফলে একে সাধ থাকলেও সাধ্য কি অগ্রাহ্য করার। বাংলা-মাস কিম্বা বছর এখন অচল। একমাত্র বিয়ে-অনাশন- উপনয় বা পৈতের সময় বাংলা পঞ্জিকা খুলে দিনক্ষণ দেখা হয়।

এর বাইরে বাংলা মাস কিম্বা বছর একেবারেই অচল। আমরা সচেতনভাবেই বাংলাকে ব্রাত্য করে দিয়েছি। আজও আর বলতে কোনো দ্বিধা নেই, খোদ বাঙালিদের কাছেই বাংলা বছর কোনোরকম গুরুত্ব পায় না। এমনকী, মুখের ভাষাটিকেও তো আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা দুয়োরানির মতোই দূরে ঠেলে দিয়েছি। ইংরেজি ও হিন্দি এসে সেই শূন্যস্থান যথারীতি পুরণ করেছে। কারণ বিজ্ঞান বলে, শূন্য বলে কিছু হয় না। তাতে অবশ্য আমাদের কোনোরকম আফশোস নেই। বরং আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা তাতে বাজারে খুশিই বলা চলে। ক্যালেন্ডারের পর অবধারিতভাবে আসে ডায়েরির কথা। নতুন বছরের ডায়েরিও বাজারে এসে যায় অনেক আগেই। পুজোর প্রায় পরপরই কলকাতা মহানগরের বড় বড় স্টেশনারি দোকানে নতুন বছরের ডায়েরি জোগান অপেক্ষাকৃত কম। ছোটখাটো সংস্থা এখন আর খরচের কথা ভেভে ডায়েরি ছাপায় না। উল্লেখ্য, বিশুদ্ধ ক্যালেন্ডার ডায়েরিতে নয়, তবে কোনো কোনো ইংরেজি ক্যালেন্ডার কিম্বা ডায়েরিতে অবশ্য নৈবেদ্যর এপর কদলির টুকরোর মতো বাংলা-মাস উল্লেখ থাকে।

আর থাকে নিয়মরক্ষার খাতিরে অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশীর কথাও। তবে এগুলো আস্তে আস্তে প্রায় উঠে যেতেই বসেছে। দশ বিশটা ক্যালেন্ডার খুঁজলে তবে মেলে। কাণর এখন আর অমাবস্যা-পূর্ণিমা-একাদশী দেখার কোনো দরকারই পড়ে না। আমাদের বয়স্ক বাবা-মায়েরা ওইসব সাবেকি বিষয়গুলো দেখতেন। আমরা এখন সাহেবিয়ানাস্য অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। এখন আর আমাদের প্রয়োজেনর মধ্যেই আসে না। যার কোনো প্রয়োজন নেই, তাকে কেন অহেতুক প্রধান্য দেব আমাদের যাপনচিত্রে। যন্তসব ব্যাকডেটেড" ব্যাপার।

পয়লা জানুয়ারির উৎসব শুরু আসলে পঁচিশে ডিসেম্বর, মানে বড়দিনের উতব থেকেই। সেই যে সাজানো-গোছানোর শুরু, তার সম্পূণতা আসে একত্রিশে ডিসেম্বর রাতেত্ত পয়লা জানুয়ারির দিন। বাঙালির বিশ্বকর্মা পুজো থেকেই, যেমন দুর্গোৎসবের দামামা বেজে ওঠে, ঠিক তেমনি বড়দিন পালনের মধ্যে দিয়েই, আসলে পয়লা জানুয়ারির উৎসব-অনুষ্ঠানের সূত্রপাত। একত্রিশে ডিসেম্বর সকাল থেকেই জমে ওঠে পয়লা জানুয়ারির মূল উৎসবের ধামাকা। দিন যত গড়ায়, অর্কদেবের আলো যত ললান হতে থাকে, উৎসবের মেজাজ তত বাড়তে থাকে।

পাড়ায় পাড়ায় মাইকে গানের গলি বাজতে থাকে তারস্বরে। সন্ধে নামতেই রকমারি আলোর বন্যায় ভাসতে থাকে এলাকা। শহর ও শহরতলির সর্বত্রই প্রায় একই দৃশ্য। এখন এটা শুধু আর শহর বা শহরতলির মধ্যেই আটকে নেই। সুদূর গ্রাম-গঞ্জেও পয়লা জানুয়ারির রঙিন ছোয়া লেগেছে এবং ইংরেজি নতুন বছরের আনন্দ-উৎসবে তারাও পাল্লা দেয় শহর ও শহরতলির সঙ্গে। এই যে আত্মীকরণ, এটা বিশ্বায়নের অবদান বলেই মনে করা যায়। গ্রাম শহরকে একসূত্রে গাথার মুলে ভুবনীকরণের ভূমিকা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

বড়দিনের মতোই একত্রিশে ডিসেম্বর ও পয়লা জানুয়ারির দুপুর থেকেই মানুষের ঢল নামে কলকাতা মহানগরের দিকে। সকাল গড়িয়ে বেলা একটু বাড়লেই আলিপুর চিড়িয়াখানা, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, গড়ের মাঠ, ইকো পার্ক ভরে ওঠে মানুষের উপস্থিতিতে। আর এই প্রজন্মের তরুণ- তরুণীরা ঝলমলে পোশাকে দুপুর গড়াতেই দলবেঁধে ভিড় বাড়ায় কলকাতার সাহেবি পাড়া অর্থাৎ পার্ক স্টরিটের (যদিও পার্ক স্ট্রিটের নাম এখন মাদার টেরিজা সরণি) দিকে। কেউ কেউ সিটি সেন্টার কিম্বা স্বভূমিতে।

পয়লা জানুয়ারির উৎসব তো আর বিশেষ কোনো দেশ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। ইংরেজি নববর্ষ আন্তর্জাজিক আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে কিছুটা বুঝি-বা মাতনেরও। আর ভূক্তভোগীরা জানেন যে, মাতনের সঙ্গে তাণ্ডবের সংযোগ বড় নিবিড়। একথা কেউ বোধহয় অস্বীকার করবেন না যে, বংলার সিংহভাগ মানুষই বরাবর কিছুটা হুজুগে প্রবণতায় মেতে উঠতে পছন্দ করেন। হাতের কাছে কোনো একটা অবলম্বন পেলেই হল। তাকেই খড়কুটোর মতো অঁকড়ে ধরে মাতন- তাণ্ডব শুরু। বাঙালির নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তো বটেই, বর্তমানও বলে, বাংলা ও বাঙালি জাতি নিজেদের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিতে ততটা নন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এরা অন্য সংস্কৃতিকে তো ভালো কিম্বা মন্দ যাই হোক না কেন) আকড়ে ধরে নিজেদের "আপডেট করতে শুধু আগ্রহী নয়, বেশ গর্ববোধ"ও, করেন। শিকড় ওপড়ানো গাছ যে বেশিদিন তার নিজস্ব পরিচয় কিম্বা অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না, তা তারা মানতে নিতান্তই নারাজ। এ এক টজেডিই বটে। বলা বাছুল্য, ভদ্র, মার্ভিত ও মধ্যে অন্তত দোষের কিছু নেই। যে কেউই তার নিজের পছন্দমতো কিছু মানতে কিম্বা পালন করতে পারেন। কিন্তু কখনো নিজেদের এতিহ্য পরম্পরা বিসর্জন দিয়ে নয়। তা দৃষ্টিকটু শুধু নয়, সম্ভবত গর্হিতও। অথচ আমাদের গড়পরতা বাঙালির অভ্যাসই হয়ে গেছে আগেপিছে নাত্ত ভেবে গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলা। যুক্তিহীনভাবে পথচলা। ব্যকি-স্বাধীনতা"র নামে এক ধরনের স্ব- আরোপিত, স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠা। যা সুস্থ সংস্কৃতির পরিচয় দেয় না। সবাই কমবেশি জানেন যে, শুধু আমাদের দেশই নয়, সারা বিশ্বই আজ পরিবেশ দূষণের শিকার। এ নিয়ে নিয়ম করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভরে সভা-সমাবেশ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেক উপদেশ-নির্দেশ ও চুক্তিও হচ্ছে। ওইসব গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিপত্রে সইসাবুদ করেও তা কেউ আর মানছেন না। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির পারস্পরিক চরিত্রে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। পণ্যবাদী যুগে "শিক্ষিত" ও অভিজাত মানুষের ভোগবিলাসের নগর শিকার প্রকৃতি ও ত্তপরিবেশ। তাদের অপরিণামদর্শিতার শিকার সাধারণ মানুষ।

তবে শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ে উন্নত বিশ্ব তুলনামূলকভাবে কিছুটা অন্তত সচেতন। উন্নত বিশ্বের মানুষ অহেতুক শব্দ ও বায়ুদূষণ করে প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করেন না। সে তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের মানুষ শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ে একেবারেই অসচেতন। তার! জানতে কিন বুঝতেই চান না যে, এতে কী পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে। কী ধরনের জটিল ও মারাত্মক রোগব্যাধির শিকার হতে এমনকী জীবনহানিরও আশঙ্কা হতে পারে তাদের প্রিয়জনের। বেশ কয়েকবছর ধরেই দেখা যাচ্ছে, যে কোনো আনন্দ-উৎসব-অনুষ্ঠানে বাজি পোড়ানোটাই এক অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে।আগে পুজো-পার্বনের মধ্যেই বাজি ফাটানোর প্রচলন ছিল। এখন শুধু পুজো-পার্বনই নয়, বাড়ির উপনয়ন থেকে ঘরোয়া পিকনিক আসরের আয়োজন- সবকিছুতেই বাজি পোড়ানোর মতো একটা ক্ষতিকারক গণপ্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, কালীগুজো ও দেওয়ালি উৎসব পালনের মতোই একত্রিশে ডিসেম্বরের (পেয়লা জানুয়ারি) রাতেও তারস্বরে মাইক ও বাজি পোড়ানোর বেপরোয়া আনন্দে মেতে ওঠেন হুজুগে বাঙালি। প্রতিবছর একত্রিশে ডিসেম্বর রাত বারোটায় বাজি নামক শব্দতাণ্ডবের শুরু। তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা নানারকম শব্দবাজি তো বটেই, আলোবাজির তাণ্ডবে মেতে ওঠেন একশ্রেণির হুজুগে মানুষ। শব্দবাজিতে মানুষের কানে তালা লাগার পালা। পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে অসুস্থ কেউ থাকলে তো কথাই নেই। জানপ্রাণ নিয়ে টানাটানি। বাজি-তাণ্ডবের শিকার তারা। একের আনন্দ যে অপরের নিরানন্দের (এমনকী সমূহ আশঙ্কারও) কারণ হতে পারে, তা আমরা কেউ কখনো ভাবি না। ভাবার কোনোরকম প্রয়োজনই, বোধ করি না। আসলে আমাদের অর্জিত শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা-ভব্যতা এই প্রাসঙ্গিক বোধটার জন্ম দেয়নি, কখনো ভাবতেই শেখায়নি। আমরা নিজেরাও অন্যের অসুবিধের কথা ভাবতে আগ্রহী নই। কেবল নিজেদের নিয়েই ভাবতে শিখে এসেছি। এই সমাজ যে অন্যদেরও নিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকেই যে আমরা "একে অপরের তরে এই অনিবার্য ভাবনাটাই আমাদের জন্ম দেয়নি।

পরিশেযে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেও আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা, নতুন, বছর আমাদের সবার জন্য শুভ ও মঙ্গলবার্তা বহন অপরের সুখ-দুঃখে সমব্যথী হয়ে উঠি। অপরের সুখে যেমন আমাদের সুখ (এখন অবশ্য সুখ হয় কিনা জানা নেই), তেমনি অপরের দুঃখে যেন আমাদের প্রাণ একইভাবে কেঁদে ওঠে। আমরা, মানুষ এবং পশুর মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদ, তা রক্ষা করে সভ্যতার মান-মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠতে পারি। তাহলেই আমাদের মানুষ নামের সার্থকতা একথা বলাই বাহুল্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এবার এবিভিপি-র রাষ্ট্রীয় অধিবেশনেও মাত্রা পেয়েছে পশ্চিমবাংলা

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগপুরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) ৬৬ তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশনেও মাত্রা পেয়েছে পশ্চিমবাংলা। বুধবার কলকাতায় সংগঠনের সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে রাজনৈতিক সন্ত্রাস তথা গণতন্ত্র হত্যার কথা সেখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত রাষ্ট্রীয় সম্পাদক সপ্তর্ষি সরকার এবং রাজ্য সম্পাদক সুরঞ্জন সরকার জানান, অধিবেশন সম্প্রতি সম্পন্ন হলো আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার স্মৃতি মন্দির প্রাঙ্গণ রেশমবাগ, নাগপুরে। প্রথমে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি (প্রাক্তন) ডাঃ এস. সুবাইয়া মহাশয়ের প্রস্তাবিক ভাষণের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী চলা এই অধিবেশনের রূপরেখা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়। এই বছর করোনা মহামারীর জন্য শারীরিক উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২০০ জন এবং অনলাইনে প্রায় ১লক্ষ ১০ হাজার জন রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে সামিল হয়। এরপর সংগঠনের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদিকা নিধি ত্রিপাঠি মহাশয়া বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করার সময় বর্তমান বছরে করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সারা দেশব্যাপী সংগঠনের যে সেবা কাজ তার বিবরণ পেশ করেন। এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠন করোনা মহামারীর সময় ও আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রায় ১ লক্ষ পরিবারকে এবিভিপি সেবা কাজের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করেন সেগুলো সর্বভারতীয় স্তরে উল্লেখ করেন। এছাড়া সামাজিক সংবেদনার কাজ হিসেবে কলকাতা মহানগরের ৮৬ জন সংগঠনের কার্যকর্তা চক্ষুদান কর্মসূচির ঘটনা এই রিপোর্টে পেশ করা হয়। এরপর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই সালের (২০২০-২০২১) জন্য এবিভিপি সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে গুজরাট নিবাসী প্রফেসর ডঃ ছাগুন ভাই প্যাটেল মহাশয় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে জেএনইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিধি ত্রিপাঠিকে নির্বাচিত করা হয়। এদিন বিকেলে আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় সর-কার্যবাহ ভাইয়া জোশী প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদ্বীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অধিবেশনের শুভ সূচনা করেন। তিনি বর্তমান ভারত তথা বিশ্বের সামাজিক পরিস্থিতি কথা উল্লেখ করে বলেন, ভারতের মানুষ কখনও আত্মকেন্দ্রিক নয়, সবার কল্যাণে আমাদের উদ্দেশ্য। এছাড়া শক্তির অপব্যবহার নিয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'শক্তি এমনই হোক, যে শক্তি দুর্বলকে সাহায্য করে'। ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে সুস্থ থাকার জন্য যোগা শিখিয়েছে। ভারতের মেধা নিয়ে বিদেশীরা তাদের উন্নত করছে এবং ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর জন্য সবাইকে স্বপ্ন দেখার জন্য তিনি আহ্বান করেন। সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিষ চৌহানের ভাষণে ছিল বর্তমান পরিস্থিতি ও এবিভিপি- র আগামী স্বরূপ। ভারতের অর্থনীতি নিয়ে বলেন আমাদের লক্ষ্য ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতি। এছাড়া করোনা মহামারীর মোকাবেলার জন্য ভারতে পিপিই কিট উৎপাদনে সার্থকতার কথা তিনি উল্লেখ করে বলেন, জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে না ভেবে জনশক্তিতে কিভাবে রূপান্তরিত করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। এছাড়া ভারতকে দেখার জন্য ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনী।

কারিমা বালুচের হত্যার জবাব দিতে হবে কানাডা ও পাকিস্তানকে

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা বালুচিস্তানে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে সরব হওয়া সমাজকর্মী কারিমা বালুচকে সাম্প্রতি কানাডায় পরিকল্পনা মাফিক নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত পাকিস্তানের ধূর্ত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আইএসআইয়ের নাম সামনে এসেছে। পাকিস্তান সরকার, সেনাবাহিনী এবং আইএসআইয়ের চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছিলেন কারিমা বালুচ। পাকিস্তানের কুকীর্তি বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন তিনি। সেই জন্যই তার এই হাল করেছে আইএসআই।

কারিমা বালুচের হত্যাকাণ্ড থেকে স্পষ্ট কানাডা অরাজক দেশ হিসেবে এগিয়ে চলেছে। সেদেশে খালিস্তানিপন্থীরা দীর্ঘ সময় ধরে শিকড় গেড়ে বসে রয়েছে। এখন আইএসআইও সেখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে এখন যারা পাকিস্তানের মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সরব হবে তাদের ওপরে একইভাবে হামলা চালানো হবে।

অরাজকতার দিকে এগিয়ে চলেছে কানাডা

লক্ষণীয় হচ্ছে এইসব ঘটনা কানাডায় ঘটছে যার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতকে কৃষি আন্দোলন নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন। জাস্টিন ট্রুডো বলছেন যে ভারত সরকারের উচিত আন্দোলনকারী কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়া। বলা হয় যে যারা কাঁচের বাড়িতে থাকেন তাদের অন্যের বাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করা উচিত নয়। জাস্টিন ট্রুডোর দেশে জঙ্গল রাজ তৈরি হয়েছে।কিন্তু তিনি নির্লজ্জের মতন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলিয়েছে চলেছেন। কারিমা বালুচের হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি একটা কথাও বলেননি। কেন? গোটা বিশ্বের সামনে এর জবাব তাকে দিতে হবে।

মোদীকে পাঠানো হয়েছিল রাখী

কারিমা বালুচের থেকে ভারতের অনেক প্রত্যাশা ছিল। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিজের ভাই বলে মনে করতেন। ২০১৬ সালের রাখী-বন্ধনে, কারিমা বালুচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাখী পাঠিয়েছিলেন। এই রাখী দিয়ে কারিমা বালুচ বালুচিস্তানের স্বাধীনতার আবেদন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে করেছিলেন। কারিমা বালুচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি বার্তা দিয়েছেন, যাতে তিনি বলেছিলেন যে রাখী-বন্ধনের দিনে একজন বোন তার ভাইয়ের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়। বালুচিস্তানে কত ভাই শহীদ হয়েছে আর ফিরে আসেনি। বালুচিস্তানের মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করে, এমন পরিস্থিতিতে আপনারা বিশ্বের সামনে আমাদের আন্দোলনের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবেন। আসলে, কারিমা বালুচ ২০১৬ সাল থেকে কানাডায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে কৈফিয়ত দিতে হবে যে তিনি কেন কারিমা বালুচকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেননি। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কারিমা বালুচ একটি ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন যে তাঁর জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে? কারিমা বালুচকে বিশ্বের ১০০টি অনুপ্রেরণামূলক মহিলাদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছিল। কারিমা বালুচের কান্ড থেকে বুঝতে হবে যে পাকিস্তান সরকার বালুচিস্তানে চলমান গণ আন্দোলন নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন।

অন্ধকারে থেকে যেত বালুচিস্তান

বালুচিস্তান হচ্ছে পাকিস্তানের সর্বাধিক পিছিয়ে পড়া প্রদেশ। বালুচিস্তান উন্নয়ন থেকে অনেক দূরে। বালুচিস্তান শুরু থেকেই পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চেয়েছিলউ দেশভাগের সময় বেলুচিস্তান ভারতের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু উদার ভাবে পাকিস্তানকে দিয়ে দেন বালুচিস্তান। বালুচিস্তান হচ্ছে পাকিস্তানের পশ্চিমে একটি প্রদেশ যার রাজধানী হচ্ছে কোয়েটা। বালুচিস্তানের প্রতিবেশী হচ্ছে ইরান ও আফগানিস্তান। ১৯৪৪ সালে বালুচিস্তানের স্বাধীনতার জন্য পরিবেশ তৈরি হয়েছে।১৯৪৭ সালে এটি জোর করে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তার পর থেকে বালুচদের লড়াই চলছে এবং একই শক্তি দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও সরকার বালুচ জনগণকে ছত্রভঙ্গ করতে তৎপর। পাকিস্তান সেনাবাহিনী শক্তি এটিকে পাকিস্তানের একটি অঙ্গ করে রেখেছে। কিন্তু জাস্টিন ট্রুডো একবারও বালুচিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে একটি কথাও বলেননি। পাকিস্তানি সেনা সোয়াট ঘাঁটি এবং বালুচিস্তানের বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রায়ই যুদ্ধবিমান এবং ট্যাংক ব্যবহার করে থাকে। যে পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে সারাদিন কান্নাকাটি করে তারাই বালুচিস্তানে কোন রকমের উন্নয়ন করেনি। বালুচিস্তান কম-বেশি অন্ধকারের যুগে বাস করছে। জাস্টিন ট্রুডো কি এসব দেখছেন না? বালুচিস্তানে তীব্র গণ আন্দোলন পাকিস্তান সরকারকে জর্জরিত করেছে। প্রত্যেকেই এটি জানেন তবে ট্রুডো অজ্ঞ হওয়ার ভান করছেন।

পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ রয়েছে: পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং খাইবার-পাখতুনখোয়া। এগুলি ছাড়াও, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং গিলগিট-বালটিস্তানও অবৈধভাবে পাকিস্তান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা পাকিস্তান ভারত থেকে অবৈধভাবে দখল করেছে। একদিন এই দুটি জায়গা ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দৈনিক বালুচিস্তানের মহিলাদের ধর্ষণ করে। অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পুরুষদের হত্যা করে। কয়েক বছর আগে যখন বালুচিস্তানের নিরস্ত্র ছাত্রনেতা নবাব আকবর খান বুগতি নিহত হয়েছিল তখন বালুচিস্তানের জনগণ পাকিস্তান থেকে আরও দূরে হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের প্রাক্তন স্বৈরাচারী শাসক জেনারেল পারভেজ মুশাররফ তাঁর হত্যার সাথে জড়িত বলে জানা গেছে।

তবে বালুচিস্তানের জনগণ বলছেন যে ১৯৭১ সালে যে ভাবে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। তেমনি একদিন বালুচিস্তান পৃথক দেশে পরিণত হবে। বালুচিস্তানের জনগণ যে কোনও মূল্যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী হয়তো কারিমা বালুচ হত্যার বিষয়ে কথা বলতে পারেন না, তবে ভারতকে বালুচিস্তানের জনগণের পক্ষে আওয়াজ তুলতে হবে। বালুচের আত্মত্যাগ কোনও অবস্থাতেই বৃথা যাবে না।

এদিকে, ভারতীয় নাগরিকদের, বিশেষত পাঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দাদের তাদের কানাডা সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তন করা উচিত। যদি কখনও কোনও সুযোগ পান, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত রাজধানীর চাণক্যপুরী অঞ্চল ঘুরে দেখুন। দেখবেন সকাল থেকে আপনি বিপুল সংখ্যক মহিলা, পুরুষ এবং শিশুদের বেড়াতে দেখতে পাবেন। তাদের দিকে তাকালে মনে হয় যেন তারা সকালে কোনও বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন। এরা বেশিরভাগ কানাডা হাই কমিশনের চারদিকে ঘোরে। তারাও বিভিন্ন দলে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। যদিও আরও কিছু দূতাবাস এবং হাই কমিশনার আছেন যারা ভিসার জন্য দাঁড়িয়েছেন, তবে কানাডার হাই কমিশনের সামনে অন্য ছবি ধরা পড়বে। এখানে আগতদের মুখের ভাবটি পড়লে মনে হবে ভিসার পরিবর্তে ভিক্ষা করছেন। এদের প্রত্যেকের ভেবে দেখার সময় এসেছে যে কানাডায় ক্রমশ ভারতবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বাড়ছে এবং নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার ত্রিপুরা পাবলিসার্স গ্লিড আয়োজিত বই উৎসবে কচিকাঁচারা। ছবি- নিজস্ব।

‘শিলচর ভাষা শহিদ স্টেশন নামকরণ নিয়ে চক্রান্ত করছে সরকার’ : বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট

শিলচর (অসম), ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলচর ভাষা শহিদ স্টেশন নামকরণ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন নবগঠিত রাজনৈতিক দল বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন অসমের বর্তমান সরকারকে।

প্রদীপের বক্তব্য, শিলচর ভাষা শহিদ স্টেশন নামকরণ হলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনও অবনতি হবে না, সে ব্যাপারে বিডিএফ নিশ্চিত। তাছাড়া, অসম সরকার আগে দু-দুবার কাছাড় জেলা প্রশাসনের কাছে এ-ব্যাপারে স্পষ্টীকরণ চেয়েছে। প্রতিবারই জেলাশাসক চিঠি দিয়ে রাজ্য সরকারকে আশ্বস্ত করেছেন, এই নামকরণ হলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। তিনি আরও মনে করেন, বরাকের মানুষ সর্বদাই শান্তিপ্রিয়। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও একসময় বরাককে ”শান্তির দ্বীপ” বলে অভিহিত করেছিলেন।

বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক আরও বলেন, যেখানে জেলাশাসক বারবার স্পষ্টীকরণ দিচ্ছেন, সেখানে গুয়াহাটি বসে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা কীভাবে পরিস্থিতির অবনতি হবে বলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? তিনি বলেন, যদি সত্যিই আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হবে বলে মনে হয়, তা-হলে তো সেটা সরকারেরই সামলানোর দায়িত্ব। যদি এই অজুহাতে একটি নায্য দাবি পূরণে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব না হয় তবে সেটা সরকারের ব্যর্থতা। সেটা সরকার জনসমক্ষে স্বীকার করুক। তাই বিডিএফ মনে করে, এ-সব শুধুই চক্রান্ত। কারণ এই সরকার বাঙালি বিরোধী, বাঙালি বিদ্বেষী। তাঁরা ভাষা শহিদদের ঘৃণা করে এবং তাই তাঁদের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

প্রদীপ দত্তরায় আরও বলেন, কিছুদিন আগে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বড়ো ভাষাকে রাজ্যের সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ এই বিল বিধানসভায় পাশও হয়েছে। অথচ এই রাজ্যে যেখানে এক কোটি বাংলাভাষী রয়েছেন, তাঁদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে অপারগ এই সরকার। তিনি বলেন, বড়ো ভাষাকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য বিডিএফ আনন্দিত এবং এজন্য অসম সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে বিডিএফ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বাংলাকে অবহেলা করা হবে! ইদানীং (গত ২৮ ডিসেম্বর) বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি বলেছেন, ব্যাপারটি বড়ো চুক্তির অঙ্গীভূত, যে চুক্তি বড়োদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। বিডিএফের জিজ্ঞাস্য, তা-হলে কি মন্ত্রী পাটোয়ারি এই দাবির জন্য বাঙালিদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে প্ররোচনা দিচ্ছেন? এটা কি সরকারের তরফে এক ধরনের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে না?

বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়কের বক্তব্য, সরকার পক্ষ জানে, দীর্ঘদিন ধরে বড়োদের সাথে বাঙালিদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। সরকার সেটা জানে এবং তাই পরিকল্পিতভাবে এ-সব করে দুই জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চাইছে। তবে তিনি নিশ্চিত, এ-সব করে কোনও লাভ হবে না। এই সম্পর্ক আগের মতোই অটুট থাকবে।

তিনি বলেন, যেখানে অসম সাহিত্য সভার উন্নতিকল্পে দরাজ হস্তে সরকারি অনুদান দেওয়া হচ্ছে, সেখানে বরাকের বাঙালিদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করা হচ্ছে। বিগত দু-বছরে বরাক বঙ্গ কোনও অনুদান পায়নি। অথচ বাকি সব জনগোষ্ঠীর সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নয়নে সরকার অনুদান দিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি বলেছেন, বাংলা যেহেতু উন্নত ভাষা, তাই তাঁদের অনুদান দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। প্রদীপ দত্তরায় প্রশ্ন তুলেন, তা-হলে কি মন্ত্রী অসমিয়া ভাষাকে ”দুর্বল” ভাষা বলতে চাইছেন? যে ভাষায় রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা কথা বলেন, সে সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য কি গোটা অসমিয়া জাতির অপমান নয়?

দত্তরায় আবারও বলেন, এ-সব সরকারের বাঙালি বিদ্বেষী মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বরাক উপত্যকার নাগরিকরা আগামী নির্বাচনে এর যোগ্য জবাব দেবেন। বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ যখন বিধানসভায় এ-সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, তখন বরাক থেকে নির্বাচিত শাসকদলের ১৪ জন বিধায়ক তাঁর সমর্থনে একটি কথাও বলেননি। তিনি বলেন, জনগণ তাঁদের এই ন্যাক্কারজনক ভূমিকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং এজন্য অবশ্যই তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে।

দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে করিমগঞ্জে প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ অভিযান

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের অন্নদাতারা নিজেদের অধিকার আদায়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেও লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দশ লক্ষের বেশি কৃষক দিল্লি সীমান্তে অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে মারা গেছেন ৩৫ জনের অধিক কৃষক। কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র দেশে। এত সবের পরও কেন্দ্রের কৃষক বিরোধী স্বৈরাচারী সরকারের টনক নড়েছে না। করিমগঞ্জে বলেছেন বাম কৃষক নেতারা।

দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে বুধবার দিনভর করিমগঞ্জ শহর জুড়ে প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এভাবেই নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কৃষক নেতারা। তাঁরা বলেন, কৃষক বিরোধী তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে কৃষক নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বারবার আলোচনায় বসছেন। এই তিনটি আইনের ফলে কৃষকদের যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হবে, কৃষক নেতারা সবিস্তারে এ-সব সরকারের সামনে তুলে ধরলেও, কৃষক বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের সমস্যা সমাধানে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না। আসলে দেশের অন্নদাতাস্বরূপ আন্দোলনরত কৃষকদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দায়বদ্ধতাই নেই।

তাঁরা আরও বলেন, দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন নাগরিক মানবতার স্বার্থে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থন জানাতে কোনও কার্পণ্য করছেন না। অথচ সমগ্র দেশের প্রতিপালক কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের কোনও দাবিই কর্ণগোচর করতে রাজি নয়। বুধবার করিমগঞ্জে সিআইটিইউ এবং সারা ভারত কৃষক সভার যৌথ উদ্যোগে দিনভর কৃষকদের সমর্থনে প্রচার অভিযান চালানোর পাশাপাশি আন্দোলনরত কৃষকদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহও করেন কৃষক নেতারা। কৃষকদের সমর্থনে প্রচার অভিযান ও অর্থ সংগ্রহে ছিলেন সিআইটিইউর করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি পরিতোষ দাশগুপ্ত, সম্পাদক অমল দে এবং সারা ভারত কৃষক সভার করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি সোনাচাঁদ সিনহা, সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির, সম্পাদক কালিকুমার দে প্রমুখ।

হাইলাকান্দিতে বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে এআইডিএসও-র ৬৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র ৬৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ বুধবার হাইলাকান্দিতে সংগঠনের জেলা শাখার উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যসূচি পালন করা হয়। সকাল ১১ টায় স্থানীয় সিরাজপট্টি রেলগেট থেকে মিছিল আরম্ভ হওয়ার পর বিশাল পুলিশবাহিনী মিছিলকে আটকে দেয়। অন্যায় ও অগণতান্ত্রিকভাবে এই শান্তিপূর্ণ মিছিলের বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা সেখানেই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে এবং পথসভা অনুষ্ঠিত করে। এতে বক্তব্য বক্তব্য পেশ করেন অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র সর্বভারতীয় কাউন্সিল সদস্য সঞ্চিতা শুক্ল।

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে আজ দুপুর ১২টায় স্থানীয় তোর্সা ভবনে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লিতে আন্দোলনরত শহিদ কৃষকদের স্মৃতিতে নির্মিত অস্থায়ী শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মাধ্যমে সংগঠনের হাইলাকান্দি জেলা আহ্বায়ক কাঞ্চনী সরকারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই সভার সূচনা হয়। সভায় দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের আন্দোলনের

ছয়ের পাতায়

আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র রফতানি করার সম্মতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা বিদেশে রফতানি করার ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় সামরিক বাহিনী যেই ধরনের বা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা প্রয়োগ করছে তার থেকে ভিন্ন হবে এটি।

প্রসঙ্গত ভারত সরকারের তরফে বিদেশে সমরাস্ত্র রফতানি করার যে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে সেটা হল পাঁচ বিলিয়ন ডলার। যে দেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কেবল তাদেরকেই এই উন্নত মানের সমরাস্ত্র সরবরাহ করা হবে। এদিন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা টুইট করে জনসমক্ষে আনেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। নিজের টুইট বার্তায় রাজনাথ সিং লিখেছেন, আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারত বিপুল পরিমাণে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্ল্যাটফর্ম এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ২৫ কিলো মিটারের মধ্যে ভূমি থেকে আকাশে যে কোন লক্ষ্য বস্তুর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম। ২০১৪ সালে ভারতীয় বায়ুসেনা এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৫ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন ডিফেন্স এক্সপোতে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাকে প্রদর্শন করা হয়। সেখান থেকেই একাধিক দেশ একে কেনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাকে তৈরি করেছে। মূলত শত্রুপক্ষের যুদ্ধবিমান, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং অন্যান্য আকাশপথে আ সা সমরাস্ত্রকে ধ্বংস করতে একে ব্যবহার করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার নয়া স্ট্রেনে আক্রান্ত এক যুবক

ওয়াশিংটন, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলারোডো অঙ্গরাজ্যের ২০ বছর বয়সী এক যুবকের শরীরে মিলল উচ্চ সংক্রমিত করোনার নয়া স্ট্রেন। স্থানীয় গভর্নর জারেড পলিস বুধবার এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, ‘করোনার নয়া স্ট্রেনে আক্রান্ত যুবককে ডেনভারের কাছে অ্যালবার্টে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। কীভাবে তিনি নয়া স্ট্রেনে সংক্রমিত হলেন, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জনস্বাস্থ্য বিভাগ। যদিও এখনও পর্যন্ত ওই যুবকের সংস্পর্শে আসা অন্য কারও শরীরে করোনার নয়া প্রজাতির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি।’ ব্রিটেনে সর্বপ্রথমে করোনার নয়া প্রজাতির ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পরেই বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

ফিরে দেখা ২০২০, বিষয় সরকারি কার্যক্রম ও প্রকল্পাদি

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে করোনাভাইরাসের দাপাদাপির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২০। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে করোনায় মৃত্যুর পাশাপাশি বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২০-এর ফ্ল্যাশব্যাকে রাজ্যের সরকারি কার্যক্রম ও প্রকল্পাদি বিষয়ক কয়েকটি খবর, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

গুয়াহাটি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের বন্ধ দুই ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান বরাক উপত্যকার কাছাড় ও জাগিরোডে নগাঁও কাগজকল দুটির কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের পড়াশুনা বাবদ এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়ারও ঘোষণা করেছেন। এছাড়া টেট শিক্ষক-সহ রাজ্যের ৫০ হাজার কর্মচারীকে পৌষ সংক্রান্তি বা মাঘ মাসের ভোগালি বিহুর আগে রাজ্য সরকার ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা দেবে বলে জানান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, এইচপিসি কর্মচারীদের সন্তানসন্ততিদের জন্য ছোট্ট বিশেষ এই প্রকল্প বলে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সমপর্যায়ের কোনও পেশাগত কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের এককালীন ১ লক্ষ টাকা, গবেষক ছাত্রছাত্রীদের এককালীন ৭৫ হাজার, স্নাতক, পলিটেকনিক অথবা সমপর্যায়ের কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ৫০ হাজার টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ের কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের এককালীন ২৫ হাজার টাকা, ক শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি অথবা সমপর্যায়ের কোর্সে পাঠরত শিক্ষার্থীদের এককালীন ১০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য দেবে সরকার। অর্থ দফতরের ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবেন। এই প্রকল্প ৭০০ জন কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে জানিয়ে মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, কাগজকলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

এছাড়া টেট শিক্ষক এবং এনএইচএম-এর ৫০ হাজার কর্মচারীর জন্য আরেকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। জানান, এই প্রকল্প বলে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য অভিযানের অধীনে যাঁরা চাকরি করছেন তাঁরা এবং তাঁদের পরিবার রিইমবার্সমেন্ট হিসেবে বছরে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। এই প্রকল্পের সুবিধা হাইস্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষকরাও পাবেন। হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও জানান, সরকারি দিব্যাঙ্গ কর্মচারীরা যানবাহন কিনতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে এর ৪ শতাংশ সুদ রাজ্য সরকার বহন করবে।

হাফলং (অসম), ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : শিলচর-হাফলং ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের জন্য অবশেষে ৫৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই) বরাদ্দ করেছে। এই রাস্তা সংস্কারের জন্য দরপত্র আহ্বান করে রত্না ইনফ্রাকে কাজের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের গুয়াহাটিতে অবস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিজিএম অলোক কুমার। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের গুয়াহাটি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এ সংক্রান্ত এক চিঠি এদিন হাফলঙে অবস্থিত নাহাই-এর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেনটেশন কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

গুয়াহাটি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : অসম বিধানসভায় সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে তফশিলি জাতি ও জনজাতির সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব। রাজ্য বিধানসভার একদিনের বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সরকারি সংকল্প প্রস্তাবটি পেশ করেন। এই প্রস্তাবে বিরোধী কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, শরিক অগপ ও বিপিএফ-এর সকল বিধায়ক সমর্থন জানান। এর পর সংক্ষিপ্ত চর্চাও হয় এর ওপর। চর্চার পর সংকল্প প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়ে যায়।

গুয়াহাটি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : অসম বিধানসভার একদিবসীয় বিশেষ অধিবেশনে সদনের ভিতরে ও বাইরে বিরোধী দল কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বিধায়করা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বিরোধী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বিধায়করা বিধানসভার মূল প্রবেশদ্বারে হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে ধরনা দিয়েছেন। তাঁরা রাজ্যপালের সম্মানে আয়োজিত চা-চক্রও বর্জন করেছেন এদিন।

গুয়াহাটি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের আবাসন-মাশুল, হাত খরচ এবং জাগিরোড ও পাঁচগ্রামের বন্ধ দুই কাগজকলের কর্মচারীদের অধ্যয়নরত সন্তানদের এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার। দীর্ঘদিন ধরে অচল জাগিরোডে নগাঁও এবং পাঁচগ্রামে কাছাড় কাগজকলের কর্মচারীদের অধ্যয়নরত সন্তানদের জন্য এককালীন আর্থিক অনুদান হিসেবা প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ১০,০০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক এবং সমপর্যায়ের পাঠ্যক্রমের জন্য ২৫,০০০ টাকা, স্নাতক, পলিটেকনিক এবং অন্যান্য অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক পাঠ্যক্রমের জন্য ৫০,০০০ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমতুল্য অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের জন্য ৭৫,০০০ টাকা এবং পিএইচ.ডি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্যান্য সমপর্যায়ের বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীদের সরকার দেবে ১ লক্ষ টাকা।

গুয়াহাটি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রের আদলে এক বছর পর্যন্ত অসমের মুখ্যমন্ত্রী-সহ সব বিধায়কেরও বেতনের ৩০ শতাংশ যাবে কোভিড-১৯ তহবিলে। এদিন রাজ্য ক্যাবিনেটে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

গুয়াহাটি (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের জেরে বহিঃরাজ্যে অবস্থানকারী ৮৬ হাজার প্রবাসী অসমের বাসিন্দাদের খানিকটা সহায়তা করতে এদিন তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২,০০০ টাকা করে জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার। গুয়াহাটিতে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কার্যালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে ‘অসম কেয়ারস’-এর অধীনে প্রথম দফায় মোট ১১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট ২০২০ (হি.স.) : রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পূর্ণাঙ্গ জেলার অনুমোদন পেল বরপেটা জেলার অন্তর্গত বজালি মহকুমা। এছাড়া খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে গুয়াহাটি ট্যুইন টাওয়ার নির্মাণের কাজ। অতিমারি করোনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা দেরি হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে।

গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের রাজধানী গুয়াহাটি মহানগরীকে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার করিডোর হিসেবে গড়ে তুলতে গুয়াহাটির মালিগাঁও চারালি থেকে কামাখ্যা গেট পর্যন্ত (মালিগাঁও-পাণ্ডু) অসমের দীর্ঘতম চারলেন যুক্ত উড়ালপুলের শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : গোটা দেশের মধ্যে প্রথম শহর হিসেবে গুয়াহাটি মহানগরে ‘মুখ্যমন্ত্রীর সহজ গৃহ নির্মাণ প্রকল্প’-এর উদ্বোধন করেছেন সর্বানন্দ সনোয়াল। গুয়াহাটিতে অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিভাগীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গুয়াহাটির বাসিন্দারা ৬৭০ বর্গমিটার (২.৫ কাঠা) পর্যন্ত ভূমিতে দ্বিতল গৃহ তৈরির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় অনুমতি লাভ করবেন।

বঙাইগাঁও (অসম), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : বঙাইগাঁও জেলার যোগীঘোপায় দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক বহুমুখি বাণিজ্য সরবরাহ কেন্দ্র (মাল্টি মডেল লগিস্টিক পার্ক)-এর শিলান্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ, জাতীয় সড়ক এবং ক্ষুদ্র, লঘু ও মধ্যম শিল্প মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে যোগীঘোপার অশোক কাগজ কলের ২০০ একর ভূমিতে প্রস্তাবিত মাল্টি মডেল লজিস্টিক পার্কের শিলান্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

গুয়াহাটি, ১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের সর্বকালের সর্ববৃহৎ প্রকল্প ‘অরুণোদয়’-এর সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিন কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার আমিনগাঁওয়ের নুমলি জলাহ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে এই প্রকল্পের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্প বলে রাজ্যের প্রায় ২৬ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে। ওই সব পরিবারের মহিলা সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে সরকারি ৮৩০ টাকা করে।

গুয়াহাটি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতবর্ষের বিকাশের নতুন ইঞ্জিন, অষ্টলক্ষ্মীর ভাবনায় এই অঞ্চলের সম্ভাবনাকে বিকশিত করে গোটা বিশ্বে এক নতুন পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই প্রয়াসকে এগিয়ে নিতে আক্ষরিক অর্থেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটন, সংস্কৃতি, বিবিধতা দেশের পাশাপাশি বিশ্বের অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা দুরন্ত গতিতে শুরু হয়েছে। বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এদিন গুয়াহাটির হোটেল রেডিসন ব্লু-তে আয়োজিত অষ্টম নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যাল-২০২০-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে ‘প্রজ্ঞান ভারতী’ প্রকল্পের অধীনে কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার আমিনগাঁওয়ের নুমলি জলাহ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত ২০২০ শিক্ষাবর্ষের ড় বাণীকান্ত কাকতি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের হাতে দু চাকার বাহন লাল রঙের স্কুটির প্রতীকী চাবি তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২০ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কামরূপ (গ্রামীণ) এবং কামরূপ মেট্রো জেলার ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার স্বরূপ স্কুটি প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আগামী ২ এবং ৩ জানুয়ারি রাজ্যের অন্যান্য জেলার ছাত্রীদের পুরস্কার স্বরূপ স্কুটি পর্দান করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি অর্থবর্ষে ২২,০৩৪ জন ছাত্রীকে পেট্রোলচালিত স্কুটি এবং ২১১ জন ছাত্রীকে বিদ্যুৎচালিত স্কুটার প্রদান করা হবে। এ বাবদ রাজ্য সরকারের মোট ১৪৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি এনএইচএম-এর অধীনস্থ সকল কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম মন্ত্রিসভার বৈঠকে। এদিন সনোয়াল সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলি সরকারি রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে থাকবে না কোনও সমস্যা। জমি-মালিকের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট দফতর সরাসরি ক্রয় করতে পারবে প্রয়োজনীয় ভূমি। অন্যদিকে ‘অসম মালা’ প্রকল্পের অধীনস্থ সব রাস্তা প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বৈঠকে। তাছাড়া সমাজকল্যাণ দফতরের দুটি করে অধিকরণ গঠিত হবে। দুটি অধিকরণ যথাক্রমে মহিলা ও শিশু কল্যাণ এবং সামাজিক, ন্যায় ও সবলীকরণ। তাছাড়া কোচ-রাজবংশী, মরান, মটক পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠনে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বড়ো কছাড়ি স্বশাসিত পরিষদ গঠনেও অনুমোদন মিলেছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

শিলচর (অসম), ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলচরের রংপুর মধুরামুখে শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়কের জিরো পয়েন্টে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর ১৩ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। এদিন আয়োজত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, শিলচরে মালটি মডেল লজিস্টিক পার্ক নির্মাণ করা হবে। বরাক নদীর উপর আরও দুটি সেতুও নির্মিত হবে। শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়কের বালাছড়া থেকে হারেঙ্গাজাও এবং হারাঙ্গাজাও থেকে মাহুর অংশের মোট মোট ৫৪.৪০ কিলোমিটার দূরত্বের অসম্পূর্ণ কাজও অবিলম্বে সম্পন্ন করা হবে। ভূতল পরিবহণ মন্ত্রী অনুষ্ঠানে বোতাম টিপে ২,৩৬৬ কোটি টাকার ২৭টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এদিন। এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ৪৩৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ হবে। এছাড়া, সাতটি চলমান প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় সেগুলোর অনলাইনে স্ক্রিনে বোতাম টিপে আনুষ্ঠানিক সূচনা করে বরাকবাসীকে উপহার দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গডকড়ি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষকদের সাথে সুশাসন দিবস উপলক্ষ্যে আলাপচারিতা জয়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হয়। এতে কৃষক সম্মাননিধির তৃতীয় কিস্তির ২ হাজার টাকা করে অর্থের কিস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং কাছাড় জেলার ৭৪ হাজার ৪২৫ জন কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা নগদ জমা করা হয়েছে।

গুয়াহাটি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমে যদি কেউ অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারে তা-হলে সেটা সম্ভব একমাত্র বিজেপি সরকারের আমলে। আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেসকে সহায়তা করতে এককালের আন্দোলনকারীরা গঠন করেছেন নতুন দল। এটা তাঁদের গোপন অ্যাজেন্ডা। অসমবাসীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার গুয়াহাটির উপকণ্ঠ আমিনগাঁওয়ে কুমার ভাস্কর বর্মণ ক্ষেত্রে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে ‘অসম দর্শন প্রকল্প’-এর অন্তর্গত বেশ কয়েকটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের উদ্বোধন করে ভাষণ দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমের প্রচীন ঐতিহ্য সুরক্ষা, সংবর্ধন এবং বিকাশের জন্য রাজ্য সরকার ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেটে ধার্য ‘অসম দর্শন’ প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে দুই দফায় রাজ্যের ১,২৯২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ১২৯ কোটি টাকার বেশি অনুদান প্রদান করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে আজ ফের অসমের প্রাচীন ঐতিহ্য বহনকারী কম করেও ৫০ বছর পুরনো ৮,০০০টি নামঘরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২.৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান বিতরণের শুভারম্ভ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজকের অনুষ্ঠানে প্রথম দফায় ৬,৯৭২টি নামঘরে অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বৃহত্তর অসমের ভিত গঠনকারী গুরুদেব শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মস্থান বরদোয়াকে আধ্যাত্মিক তীর্থক্ষেত্র তথা পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেটে ঘোষিত প্রায় ১৮৮ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্পেরও আজ শিলান্যাস করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। রাজ্যের জনসাধারণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গুয়াহাটির কালাপাহাড়ে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ হাসপাতাল চত্বরে মহানগরে দ্বিতীয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিলান্যাস আজ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পাশাপাশি পানবাজারে অবস্থিত মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করতে তার নির্মাণকার্যের সূচনা করেছেন অমিত শাহ। কেবল তা-ই নয়, রাজ্যের জনতাকে আইনি ক্ষেত্রে সজাগ ও সজাগ করে তোলার পাশাপাশি আইনি শিক্ষার প্রসারে অসমে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা উপলব্ধি করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট নয়টি ল-কলেজ স্থাপনের নির্মাণকার্যের শুভারম্ভ আজ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রায় ১৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ল-কলেজগুলি স্থাপিত হবে শিলচর, ডিফু, ধুবড়ি, ডিব্রুগড়, উত্তর লখিমপুর, যোরহাট, নলবাড়ি, রঙিয়া এবং রহায়। এর জন্য ইতিমধ্যে ৩৩ কোটি টাকা রিলিজ করা হয়েছে বলে সভায় বক্তারা জানিয়েছেন।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফিরে দেখা ২০২০, বিষয় : বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ও তাদের হামলায় হত নাগরিককুল

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে করোনাভাইরাসের দাপাদাপির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২০। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে করোনায় মৃত্যুর পাশাপাশি বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২০-এর ফ্ল্যাশব্যাকে অসমে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ও হামলায় মৃত্যু সংক্রান্ত কয়েকটি খবর, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

কাজিরঙা (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : যোরহাট জেলার এক চা বাগান থেকে উদ্ধারকৃত চিতাবাঘের শনিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে কাজিরঙার বন্যপ্রাণী পুনর্সংস্থাপন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে। ১৭ জানুয়ারি পুরুষ প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক চিতাটিকে ট্র্যাংকুলাইজড করে চিকিৎসার জন্য কাজিরঙার বন্যপ্রাণী পুনর্সংস্থাপন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছিল। রাতের দিকে কাজিরঙায় নিয়ে আসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। গোটা রাত প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও প্রদান করা হয়েছিল তাকে। কিন্তু দুই পশু চিকিৎসক ডা. সামসুল আলি এবং ডা. প্রাণজিত বসুমতারির সব চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ শনিবার সকালে চিতাটির মৃত্যু হয়। পরে পানবাড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মদারজুড়ি ফরেস্ট ক্যাম্প চত্বরে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের গবেষণা আধিকারিক রবীন্দ্র শর্মা এবং বোকাখাতের ডিএফও তরুণ গগৈয়ের উপস্থিতিতে তার ময়না তদন্ত করে বন্যপ্রাণী বিধি অনুযায়ী দাহ-সৎকার করা হয়েছে।

কাজিরঙা (অসম), ২০ জানুয়ারি (হি.স.) : কয়েকটি দেশ মহাদেশ অতিক্রম করে এবার কাজিরঙায় এসেছে রাশিয়ার টুনড্রা অঞ্চলের আর্কটিক টুনড্রা সোয়ান, বিশেষ প্রজাতির রাজহাঁস। বিশেষজ্ঞের মতে, টুনড্রা সোয়ান পরিযায়ী পাখি হলেও ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে ১৯৭১ সালে একবার দেখা গিয়েছিল। শীতপ্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে টুনড্রা সোয়ান সাধারণত ইউরোপ, ইজিপ্ট, ইরাক, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে মাঝেমধ্যে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু অসমের কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে এই প্রজাতির পক্ষীকে নিয়ে আসার ঘটনা খুব সহজ নয়, দাবি বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের ব্যাখ্যা, কাজিরঙার জলবায়ু টুনড্রা সোয়ানের জন্য মোটেও অনুকূল নয়।

লামডিং (অসম), ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার রাতে লামডিং জংশন এবং লামসাখাং স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে এলিফেন্ট করিডরের কাছে আগরতলা থেকে শিয়ালদাহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় করুণ মৃত্যু হয়েছে একটি বুনো হাতির। একই ঘটনায় আরও একটি হাতি শাবক আহত হয়েছে।

গোয়ালপাড়া (অসম), ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত মরনৈ-এর প্রত্যন্ত গ্রাম রাক্ষসিনী দ্বিতীয় খণ্ডে বুনো হাতির হামলায় জনৈক যাটোর্ধ অ্যালড্রিস মুণ্ডার মৃত্যু হয়েছে।

কাঞ্চনপুর (ত্রিপুরা), ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এক-দুটি নয়, ছয়টি অজগর ধরে খোলাবাজারে কেটে বিক্রি এবং ভক্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার জম্পুই-এর সিমলং এলাকায়। জানা গেছে, কাটা অজগরের মাংস কেজি প্রতি ১,০০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে।

সে-মোতাবেক ১ কুইন্টাল ৫০ কেজি অজগরের মাংস বিক্রি হয়েছে। তবে ঘটনাটি ত্রিপুরা ভূখণ্ডে, না-সীমান্তবর্তী মিজোরামে সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে যাচাই-তদন্ত চালিয়েছে উত্তর ত্রিপুরার বন দফতর।

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পাথারকান্দির পাথারিয়া ফরেস্ট রেঞ্জের ইন্দুর-আইল সংলগ্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বুনো হাতির হামলায় সেপেনজুরি বাগানের বছর ৬০-এর দিনমজুর কাঠু জগন্নাথ বাল্মিকদাসের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

পাথারকান্দি (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স.) : গরু চরাতে গিয়ে বুনো শূকরের হামলায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনৈক রামধনি গোড় (৫৩)-এর। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন অশ্বিণী বাল্মিকদাস (৩০) নামের অন্য একজন। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার মেদলি চা বাগানে সংঘটিত হয়েছে।

শিবসাগর (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স) : উজান অসমের শিবসাগর জেলার দিসাংমুখে লেপাই দীঘল-দরিয়ালি মাঠে অজ্ঞাত কারণে ১৯টি শকুনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আরও ১৫টিকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে।

কাজিরঙা (অসম), ১০ মে (হি.স.) : ৯ মে বিকেলের দিকে একটি গণ্ডারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। আজ বিকেলে উদ্ধার হয়েছে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘিনীর মৃতদেহ। ঘটনা কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের। লকডাউনের আবর্তে বন্যজন্তু হত্যা ও তাদের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রাজ্যের বন দফতরকে ভাবনায় ফেলেছে। তবে বাঘিনীর মৃত্যুর পিছনে কোনও চোরাশিকারি নয়, তাদের পরস্পরের লড়াইয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন বন্যজন্তু বিশেষজ্ঞরা।

নারায়ণপুর (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : লকডাউনের মধ্যে উজান অসমের লখিমপুর জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুরের যমুনাখাত গ্রামে বজ্রপাতে একই স্থানে পাঁচ-পাঁচটি গৃহপালিত গরুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা এদিন বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে।

গুয়াহাটি, ৭ জুন (হি.স.) : খাঁচাবন্দি একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারার দায়ে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে গুয়াহাটি মহানগরের গরচুক থানার পুলিশ। ঘটনা এদিন সকালে ঘটেছে গরচুক থানার কটাবাড়ি এলাকায়।

কাটিগড়া, ৭ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ আসামের কাছাড় জেলা কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার কাতিরাইল পানীয় জল প্ল্যান্ট (ভোলাগিরি পিএইচই প্লান্ট)-এর জলাধারে এক সঙ্গে ১৩টি বানরের মৃদেহ উদ্ধার হয়েছে।

চিরাং (অসম), ৮ আগস্ট (হি. স.) : নিম্ন অসমের চিরাং জেলার ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী রুনিখাতার লাইমুতি গ্রামে গত রাতে কয়েকটি দামাল চার সন্তানে মা জনৈক দরিদ্র গৃহিণী হাজোবাড়িকে পিষে মেরে ফেলেছে।

মার্ঘেরিটা (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত মার্ঘেরিটায় ২ নম্বর মাকুম পথার অঞ্চল থেকে সিমাপাথারে উদ্ধার হয়েছে একটি বুনো হাতির মৃতদেহ। হাতিটি দলের প্রধান ছিল বলে ধারণা বন আধিকারিকদের। ধানখেতে বিদ্যুৎ পরবাহী তার সংযোগ করে রাখার ফলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

বাকসা (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) এলাকার বাকসা জেলায় ফের একবার চোরাশিকারির হাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে একটি বুনো হাতির। দুষ্কৃতীর দল নৃশংসভাবে কেটে নিয়েছে হাতির দাঁত আর শুঁড়।

চিরাং (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর অন্তর্গত চিরাং জেলার ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকার জঙ্গলে গুলিবিদ্ধ একটি বুনো হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পার্শবর্তী মানস জাতীয় উদ্যান থেকে হাতিটি বেরিয়ে এসেছিল। বুনো হাতিটির বয়স ৪০-এর কাছাকাছি হবে বলে বন আধিকারিকরা অনুমান করছেন। হাতিটির শরীরে গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে। মৃতদেহের পাশে দুটো খালি কার্তুজও উদ্ধার করেছেন বনকর্মীরা।

তেজপুর, ১১ অক্টোবর (হি.স.) : শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত বালিপাড়ায় অসম-অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তবর্তী চারিদুয়ার পুলিশ ফাঁড়ির অদীন তরাজানে উদ্ধার হয়েছে একটি বুনো হাতির মৃতদেহ।

ওদালগুড়ি (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : ওদালগুড়ি জেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বড়নদী বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সংলগ্ন ভারত-ভুটান আন্তর্জাতিক সীমান্তের ২ নম্বর বামুনজুলি গ্রামে ধানখেতের পাশে বুনো হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

বাকসা (অসম), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : বাকসা জেলার তামুলপুর মহকুমার অন্তর্গত ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী বগাজুলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এদিন সকালে একটি মৃত মহিলা হাতিশাবক উদ্ধার হয়েছে। হাতিশাবকটির মৃত্যুর কারণ জানাতে পারেনি বন দফতর। তবে তার পায়ে ক্ষতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

বোকাখাত (অসম), ৩ ডিসেম্বর ২০২০ (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত বোকাখাতের লতাবাড়ি আহোমগ্রামে ২ ডিসেম্বর মধ্যরাতে বুনো হাতির দলের হামলায় ব্যাপক হাঙ্গামা করেছে। হাতির হামলায় জনৈক কুরসা ডোরা (৪০)-র মৃত্যু হয়েছে।

পাথারকান্দি (অসম), ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিনের আলোয় বুনো হাতি পিষে মেরে ফেলেছে জনৈক চা শ্রমিককে। নিহত শ্রমিককে বছর ৪০-এর জনৈক রাজু চাষা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। মর্মান্তিক ঘটনাটি এদিন শুক্রবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন পুতনি চা বাগানে সংঘটিত হয়েছে।

পাথারকান্দি (অসম), ১৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : মৃত্যুআর কোলে ঢলে পড়েছে পাথারকান্দির প্রত্যন্ত অঞ্চলের ত্রাস অসুস্থ তথা নরঘাতক বুনো মহিলা হাতিটি। ১৩ ডিসেম্বর রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ হাতির মৃত্যু হয়েছে। এই হাতি গত ১১ ডিসেম্বর পুতনি চা বাগানে সকাল প্রায় আটা নাগাদ পিষে মেরে ফেলেছিল বছর ৪০-এর জনৈক শ্রমিক রাজু চাষাকে।

খেরনি (অসম), ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : দু-দুটি বুনো হাতির মৃত্যু হয়েছে কারবি আংলং জেলার খেরনিতে। এদিন সকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতি দুটির করুণ মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া চিরাং জেলার অন্তর্গত বিজনির ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী মানস জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন ২ নম্বর চিকাঝরা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আরও একটি বুনো হাতির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে গত একমাসে চার-চারটি বুনো হাতির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই এলাকায়। গত ২১ নভেম্বর ওই একই এলাকার খাসিবাড়ি গ্রামে এক, ৬ ডিসেম্বর চিকাঝরা গ্রামে এক, ১২ ডিসেম্বর দংশিয়াবাড়ি গ্রামে এক এবং গতকাল রাতে ওই চিকাঝরায় ফের একটি বুনো হাতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

শিবসাগর (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগর জেলার অন্তর্গত দিসাংমুখের লেপাই গ্রামে দু-দুটি বুনো হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রামেরই বাসিন্দা অঙ্কুর গগৈ, মনোজ গগৈ, বুলবুল গগৈ, পঙ্কজ গগৈ, অমর গগৈ এবং রুণজুন চেতিয়া সহ ছয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ধেনখেতে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সংযোগ করে বুনো হাতি দুটিকে মারা হয়েছে।

মরিয়নি (অসম), ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার মরিয়নির অন্তর্গত নগাধুলি চা বাগানে এদিন দুপুরের দিকে প্রাপ্ত বয়স্ক একটি চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

(আরও খবর পরবর্তীতে)

ফিরে দেখা ২০২০, বিষয় উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ও নাশকতা

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফিরে দেখা ২০২০, বিষয় : উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ও নাশকতা

ইমফল (মণিপুর), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে মণিপুরের রাজধানী ইমফলের রিমস রোডের নাগামপাল এলাকা। এ ঘটনায় এক নাবালিকা গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে এদিন ভোর প্রায় ৪.৫৫ মিনিট নাগাদ।

তিনসুকিয়া (অসম), ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দুপুরের দিকে তিনসুকিয়া জেলার অসম-অরুণাচল সীমান্তবর্তী মার্ঘেরিটা মহকুমার অন্তর্গত জাগুনের ওয়াড়া মুংকামবস্তির কাছে ভারতীয় সেনা বাহিনীর ৯ নম্বর রাজপুত রাইফেলস এবং সন্দেহভাজন নাগা উগ্রপন্থী এনএসসিএন (কে)-এর মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

হাফলং (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলার সীমান্তবর্তী ধনসিড়িতে সেনা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ)-র দুই শীর্ষ ক্যাডার ধরাশায়ী হয়েছে। নিহতদের জঙ্গি সংগঠনের স্বঘোষিত লেফটেন্যান্ট গেডেইন ওরফে রূপসন থাওসেন এবং এরিয়া কমান্ডার অ্যালবিন জিডুং ওরফে কিমজুং বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নিহত দুই জঙ্গি ক্যাডারের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী। ঘটনা এদিন ভোর পাঁচ সাড়ে পাঁচটায় সংঘটিত হয়েছে।

ইটানগর, ১৬ মে (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলার প্রত্যন্ত পুমাও গ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং গ্রামবাসীর মধ্যে সংগঠিত পারস্পরিক হামলায় এক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সেনা জওয়ান সহ আহত হয়েছেন গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা। ঘটনা আজ (শনিবার) সংঘটিত হয়েছে। ভারতীয় সেনার শিখ রেজিমেন্টের এক দল নাগা জঙ্গি সংগঠন এনএসসিএন (আইএম)-এর কতিপয় ক্যাডারের খোঁজে অভিযান চালায়। সে সময় গ্রামের মানুষ সেনাবাহিনীর ওপর পাথর হামলা চালায়। তখন সেনাবাহিনীকে গুলি চালাতে হয়। গুলিতে বিদ্ধ হয়ে লামদান লুককাম (৬০) নামের এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। সেনার গুলিতে গ্রামের আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাছাড়া পাথরের ঘায়ে রক্ত ঝরেছে ছয় জওয়ানের।

ডিফু (অসম), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : যৌথবাহিনীর গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছে কুকি জনগোষ্ঠীয় জঙ্গি সংগঠন ইউনাইটেড পিপলসরিভলিউশনারি ফোর্ট সংক্ষেপে ইউপিআরএফ-এর সেনাধ্যক্ষ মার্টিন গুইতের। কারবি আংলঙের সিংহাসন পাহাড়ে পুলিশ ও আধাসেনার যৌথ অভিযানে কুখ্যাত জঙ্গি মার্টিনের মৃত্যু হয়েছে।

(আরও খবর পরবর্তীতে)

গ্রীষ্মে শরীর বিশুদ্ধ রাখার খাবার

ভাজা-পোড়া খাবার তো অনেক হল এবার শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করার পালা।

গরমকালে হজমের সমস্যার পাশাপাশি নানা রকমের পেটের সমস্যা দেখা দেয়। তাই এইসময় শরীর ঠাণ্ডা রাখে ও বিষাক্ত উপাদান দূর করে এমন খাবার খাওয়া উপকারী।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে গরমে শরীর সুস্থ ও পরিষ্কার রাখে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল।

লেবু

বহু বছর ধরেই পরিষ্কারক খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে লেবু। এর কড়া টক স্বাদ এবং 'প্লেথোরা' শরীরের জন্য উপকারী। লেবুতে আছে অ্যালকালাইন যা, শরীরকে পরিষ্কার করে এবং প্রাকৃতিক পিএইচ'য়ের ভারসাম্য বজায় রাখে। এটা ভিটামিন সি'য়ের ভালো উৎস।

এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 'ফ্রি র‍্যাডিকেল' এবং হজমের সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। এটা প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সহায়তা করে।

উপকার পেতে: শসার রসের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

আদা

রয়েছে শরীর পরিষ্কারক ও রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর উপাদান। নিয়মিত আদা খাওয়া হজমে সহায়তা করে এবং শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে দিতে সহায়তা করে। আদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস এবং এটা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে ও পেট ফোলাভাব কমায়।

উপকার পেতে: আদা, হলুদ ও মধু একসঙ্গে খাওয়া হলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

বিটরুট

কড়া লাল রংয়ের বিটরুট বিটালাইন নামক ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ। যা শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে সহায়তা করে। এটা যকৃত থেকে বিষাক্ত এবং রাসায়নিক উপাদান দূর করতে সহায়তা করে এবং হজম ক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে।

উপকার পেতে: বিটরুটের স্মুদি তৈরি করে পান করা।

গ্রিন টি

প্রতিদিনকার মসলা চায়ের বদলে গ্রিন টি খাওয়া বেশ উপকারী। পান করা থেকে শুরু করে এর টি ব্যাগ ত্বকে ব্যবহার করা পর্যন্ত সব কিছুই উপকারী। এটা শরীর ও ত্বক দুটোই ভালো রাখে।

গ্রিন টি অ্যান্টি অক্সিডেন্টের ভালো উৎস যা শরীরকে পরিষ্কার করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটা যকৃত ভালো রাখে।

উপকার পেতে: লেবু ও গ্রিন টি একসঙ্গে পান করা ভালো।

পুদিনা

পুদিনা পাতা গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি হজমেও সহায়তা করে। এটা পেটে পাচকরসের প্রবাহ বাড়িয়ে হজম ও বিপাক ক্রিয়া বাড়ায়। পুদিনার তেল খুব ভালো অ্যান্টিসেপ্টিক ও অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান হিসেবে কাজ করে যা হজম ও প্রদাহ নিরাময়ে সহায়ক। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট 'ফ্রি র‍্যাডিকেল'য়ের কারণে হওয়া ক্ষয় পূরণ করে ও শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে সুস্থ ও তারুণ্যময় রাখে।

উপকার পেতে: দই ও পুদিনা পাতা একসঙ্গে খেলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

এছাড়া পালংশাক, ধনেপাতা, আপেল ও পেঁপে এমনই উপকারী খাবার যা পেটের নানান সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে।

হাত জীবাণু মুক্ত রাখার উপায়

নিজেকে রোগ থেকে দূরে রাখতে এবং ব্যাক্টেরিয়া ও জীবাণু থেকে বাঁচাতে ভালো মতো হাত পরিষ্কার করা উচিত।

করোনাভাইরাসের কারণে হাত ধোয়ার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র মতে হাত ধোয়ার সময় সাবান অথবা হ্যান্ডওয়াশ নিয়ে দুই হাত এক সঙ্গে কমপক্ষে ৩০ সেকেন্ড ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।

জীবনযাপন-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)'র দেওয়া নিয়ম অনুসারে হাত ধোয়ার পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ধাপ-১: পরিষ্কার ও গতিশীল পানিতে হাত ভিজিয়ে নিতে হবে।

ধাপ-২: সাবান অথবা এক ফোঁটা হ্যান্ডওয়াশ নিয়ে দুই হাত একসঙ্গে মালিশ করতে হবে।

ধাপ-৩: এক হাতের তালু দিয়ে আরেক হাতের ওপরের অংশ ও আঙুলের ভেতরের অংশ এমনকি নখের ভেতরের অংশও পরিষ্কার করতে হবে।

ধাপ-৪: হাত ৩০ সেকেন্ড ধরে ঘষুন।

ধাপ-৫: হাত ঘষার পরে তা চলন্ত পানিতে ধুয়ে নিন এবং পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে মুছে নিন।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার

সাবান, হ্যান্ডওয়াশ ও পানি- হাত ধোয়ার ভালো মাধ্যম। তবে এগুলো হাতের কাছে পাওয়া না গেলে ৬০ শতাংশ অ্যাল্কোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করলেও তা ৩০ সেকেন্ড ধরেই হাতে ঘষতে হবে।

পদ্ধতি

ধাপ-১: হাতের তালুতে কয়েক ফোঁটা স্যানিটাইজার জেল নিন।

ধাপ-২: দুই হাত ৩০ সেকেন্ড ধরে ঘষুন।

ধাপ-৩: জেল শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মালিশ করুন।

যতবার ব্যবহার করা যাবে

রোগ থেকে বাঁচতে হাত ধোয়া জরুরি।

তবে তা মোটেও ঘন ঘন করা উচিত নয়।

দিনে বার বার হাত ধোয়া হলে তা ত্বক শুষ্ক ও নির্জীব করে ফেলে।

সৌচাগার ব্যবহারের পরে, ময়লা জিনিস ধরারা পরে এবং খাবার তৈরি ও খাওয়ার আগে এবং পরে হাত ভালো মতো পরিষ্কার করা উচিত।

ফিরে দেখা ২০২০ : গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): ২০২০ সাল বিভিন্ন কারণে মহাকালের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি, মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া, মৃত্যুর মিছিল, ভ্যাকসিনের প্রত্যাশা ইত্যাদি ছিল এ বছর আলোচিত বিষয়। বিশে বিষময় এমন একটি বছরে করোনা ভাইরাস ছাড়াও বেশ কিছু ঘটনা আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে বছরের বিভিন্ন সময়। সেসব ঘটনা এক নজরে।

করোনা ভাইরাস : বছর জুড়ে ছিল প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস মহামারির খবর- যা সারা পৃথিবী তছনছ করে দিয়েছে এবং বহু মানুষের জন্য বিপুল যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। চীনা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, চীনের হুবেই প্রদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়ে ঊ যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পরে সারা বিশ্বে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১১ই মার্চ ২০২০ কোভিড-১৯ প্রার্দুভাবকে বিশ্ব মহামারি ঘোষণা করে। শ্বাসতন্ত্র ও ফুসফুস আক্রমণকারী এই ভাইরাস পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কেড়ে নিয়েছে বহু জীবন, বহু মানুষ দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক জটিলতার শিকার হয়ে এখনও এই রোগের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশেষ তথ্যঅনুযায়ী করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ কোটির বেশি এবং মৃত্যুর সংখ্যা সাড়ে ১৭ লাখ ছাড়িয়েছে। ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে লকডাউন ও বিধিনিষেধের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ। গত বছরের ডিসেম্বরে করোনা ভাইরাসের আবির্ভাবের পর এ পর্যন্ত এটি অন্তত ১৭ বার মিউটেশনের মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তন করেছে। অতি সম্প্রতি ভাইরাসটির নতুন এবং আরও বেশি সংক্রামক আরেকটি জাত আত্মপ্রকাশ করার পর নতুন করে দেশে দেশে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

করোনার টিকা ও আশার আলো : বছরের শুরুতে অচেনা জীবাণু করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল, তার দাপট চলেছে সারা বছর ধরে। মহামারির শুরুতে এটাও সতর্ক করা হয়েছিল যে টিকা তৈরি করতে অনেক বছর সময় লেগে যায় — তাই খুব দ্রুত কিছু পাওয়ার আশা যেন মানুষ না করে। কিন্তু নভেম্বরের ৯ তারিখে আমেরিকান কোম্পানি ফাইজার ও জার্মানির বায়োনটেক যৌথভাবে টিকা উদ্ভাবনে তাদের সাফল্য ঘোষণা করে জানায়- তাদের টিকার করোনার আক্রমণ থেকে লোকজনকে রক্ষা করতে ৯০ শতাংশের বেশি কার্যকর। ছয়টি দেশে ৪৩,৫০০ জনের শরীরে এই টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে এতে ঝুঁকিপূর্ণ কিছু দেখা যায়নি বলে তারা জানায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরও অনেক কোম্পানিই এখন করোনার টিকা তৈরির কাজ করছে এবং তাদের ট্রায়াল বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন : ২০২০ সালের নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২৩২ ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটের বিপরীতে ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেন ৩০৬ ভোটে জয়ী হয়েছেন। আমেরিকার ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম ভাষণে জো বাইডেন সকল বিভেদ ভুলে ঐক্য ও সহনশীল সমাজ গড়ে তোলার আহবান জানান। এবার যেহেতু নির্বাচনের ফল নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমাগত প্রশ্ন তোলা ও আইনি পদক্ষেপসহ নানাভাবে ফল পাল্টানোর চেষ্টা করেছেন মামলা করার মাধ্যমে, সেহেতু প্রতি রাজ্যের ভোটের দিকেই নজর ছিল সবার।

বৈরুত বিস্ফোরণ: বৈরুতের বন্দর এলাকায় ৪ আগস্ট বহু বছর ধরে মজুত রাখা প্রায় ২,৭৫০ টন এ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের বিস্ফোরণে নিহত হন দুশয়ের বেশি মানুষ, আহত হন ৬ হাজারেরও বেশি লোক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, বিধ্বংসী বিস্ফোরণের ঠিক আগে বন্দরে বিশাল এক শস্যের গুদামে আগুন লাগে। তার ৩০ সেকেন্ড পরেই এক বিশাল ও ভয়াবহ বিস্ফোরণ থেকে প্রথম সৃষ্টি হয় বিশাল আগুনের গোলা, তার পর বাতাসের ঝাপটায় তৈরি হয় ব্যাঙের ছাতার মতো আকারের পানি ও বাষ্পের সাদা মেঘ -তার মুহূর্ত পরই পাক খেয়ে উঠতে থাকে লাল রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলি। সেইসঙ্গে শহরের সর্বত্র বিস্ফোরণের ভয়ানক কান ফাটানো তীব্র শব্দ। পুরো ব্যাপারটা ঘটে মাত্র চার সেকেণ্ডের মধ্যে। যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দল বলেন, ওই বিস্ফোরণের আনুমানিক শক্তি ছিল কমপক্ষে ৫০০ টন টিএনটি বিস্ফোরকের সমান। টিএনটি হচ্ছে যুদ্ধে ব্যবহৃত বোমায় যে বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়- তার সংক্ষিপ্ত নাম। গবেষক দলের ড় স্যাম রিগবি বলেন, 'ওই বিস্ফোরণ ছিল যুদ্ধে ব্যবহৃত কনভেনশনাল বা প্রচলিত অস্ত্রের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বড়- তার চাইতেও ১০ গুণ বেশি শক্তিশালী।'

জর্জ ফ্লয়েড হত্যা ও ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন : আমেরিকার মিনিয়াপোলিসে পুলিশ হেফাজেতে এক কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর জের ধরে ২০২০-এ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন। পুলিশের হেফাজতে থাকার সময় মারা যান ৪৬ বছর বয়সী আফ্রিকান আমেরিকান নাগরিক ফ্লয়েড। অনলাইনে ভাইরাল হওয়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, প্রায় আট মিনিট ধরে ফ্লয়েডের ঘাড়ের ওপর হাঁটু গেড়ে তাকে চেপে ধরে রেখেছেন ৪৪ বছর বয়সী শ্বেতাঙ্গ সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক শভিন। জর্জ ফ্লয়েড দম নিতে না পেরে হাঁপাচ্ছেন, আর কাতর কণ্ঠে বারবার অনুনয় করছেন, 'প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ'। জর্জ ফ্লয়েড মৃত্যুর আগে যে তিনটি শব্দ উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, তা তার মৃত্যু পর হয়ে ওঠে বিশ্বজোড়া এক আন্দোলনের মূলমন্ত্র 'আই কান্ট ব্রিদ'-'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না'। জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। করোনা ভাইরাস আতঙ্ক উপেক্ষা করে মানুষ প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিল ও বিক্ষোভে পথে নামে। বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে আমেরিকার বেশ কয়েকটি শহরে জারি করা হয় কারফিউ। আমেরিকায় ব্যাপক বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। জন্ম নেয় বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন- ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার।

নাগোনর্নো-কারাবাখ যুদ্ধ: পূর্ব ইউরোপে দক্ষিণ ককেশাসের বিরোধপূর্ণ এলাকাটিকে কেন্দ্র করে ২৭ সেপ্টেম্বর আবার যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে। এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুটো দেশের মধ্যে এর আগেও সংঘর্ষ হয়েছে। সমঝোতার মাধ্যমে ছয় বছর ধরে চলা যুদ্ধ ১৯৯৪ সালে থেমে গেলেও তাদের মধ্যে কখনও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। আন্তর্জাতিকভাবে এই এলাকাটি আজারবাইজানের অংশ বলে স্বীকৃত হলেও, আর্মেনিয়ার সরকারের সমর্থনে জাতিগত আর্মেনীয়রা এটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দুটো দেশই এলাকাটিকে তাদের নিজেদের অংশ বলে দাবি করে। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় নভেম্বরে একটা শান্তি চুক্তি হলেও তা কার্যকর হয়নি। ছয় সপ্তাহের বেশি চলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দু'পক্ষের ৫ হাজারের বেশি সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে।

উত্তপ্ত ইথিওপিয়া : দেশটির সরকারি বাহিনীর সাথে উত্তরে টিগ্রে'র ক্ষমতাসীন দল টিগ্রে পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট (টিপিএলএফ)এর মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয় নভেম্বর মাসে। ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যাবি আহমেদ টিগ্রের আঞ্চলিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেন টিগ্রেতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সেনা ঘাঁটিতে টিপিএলএফের হামলার জবাবে তিনি সামরিক আগ্রাসনের নির্দেশ দিয়েছেন।টিপিএলএফ-এর নেতাদের সাথে আহমেদের তিক্ত সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সাম্প্রতিক সংঘর্ষে শত শত মানুষ মারা গেছে এবং কয়েক হাজার মানুষ ঘড়ছাড়া হয়েছেন। সরকারি বাহিনী টিগ্রের ওপর স্থল ও বিমান আক্রমণ চালিয়েছে।

লিবিয়ায় লড়াই : এই দেশটিতেও দীর্ঘদিন ধরে চলা অশান্তির আগুনে ভাঁটা পড়েনি। বর্তমানে লিবিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের সমর্থন পুষ্ট সরকার, বিদ্রোহী নেতা জেনারেল খালিফা হাফতারের বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে লড়ছে। লিবিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের বড় অংশ এই মুহূর্তে খালিফা হাফতারের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। লিবিয়া নিয়ে নেটো জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মতভেদ এবং লিবিয়ার বিবদমান দু'পক্ষের পেছনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এই সঙ্কটকে আরও জটিল করে তুলেছে। জেনারেল হাফতারের বাহিনীকে সহায়তা করছে রাশিয়া, মিশর, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। অন্যদিকে ত্রিপলি সরকারের পেছনে রয়েছে তুরস্ক ও তার মিত্র দেশ কাতার। লিবিয়ার যুদ্ধেও প্রাণ হারিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ, বাস্তুহারা হয়েছে কয়েক লাখ। দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এখনও চলছে এবং লিবিয়া বিষয়ে জাতিসংঘের দূত নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ জানিয়েছেন দুই পক্ষ একটা নির্বাচনের রূপরেখা নিয়ে প্রাথমিকভাবে একমত হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের রোষানলে ফ্রান্স : চলতি বছরেই একাধিকবার ইসলামী সন্ত্রাসের কবলে পড়ছে ফ্রান্স। পড়ুয়াদের বাক স্বাধীনতার পাঠ দিতে গিয়ে হজরত মহম্মদের একটি ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়েছিলেন ফ্রান্সের এক শিক্ষক। এরপর গত ১৬ অক্টোবর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসেই এক শিক্ষকের মাথা কেটে খুন করে এক চেচেন মুসলিম জঙ্গি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে সরব হয় প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষই। 'ইসলামিক মৌলবাদ" প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে মুখ খোলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। যার জেরে গোটা মুলিম সমাজের রোষানলে পড়েন ম্যাঁক্রো। ডাক ওঠে ফরাসি পণ্য বয়কটেরও। যদিও এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও সন্ত্রাসবাদ দমনে ফরাসি প্রশাসনের অনমনীয় সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় ভারতকে।

চিন বিরোধী বিক্ষোভ হংকং-এ : হংকংয়ে গণতন্ত্রপন্থীদের অব্যাহত চিন বিরোধী বিক্ষোভ দমন করতে কর্তৃপক্ষ নতুন জাতীয় নিরাপত্তা আইন আনার প্রস্তাব করলে হংকংয়ে এর বিরোধিতা করে ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ চলে প্রতিবাদকারীদের। গ্রেফতার হয় শত শত মানুষ। এরপর ৩০শে জুন চিন দেশদ্রোহিতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, নাশকতা নিষিদ্ধ করে নতুন জাতীয় নিরাপত্তা আইন পাশ করে। সমালোচকরা বলছেন হংকংয়ের সংক্ষিপ্ত সংবিধানে দেশটিকে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এই আইন তা খর্ব করবে।

জরুরি অবস্থা জারি থাইল্যান্ডে: জুলাই মাস থেকে হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছে থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্র আর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর দাবিতে। থাইল্যান্ডের রাজার অসীম ক্ষমতা খর্ব করার দাবি জানাচ্ছে তারা, রাজার জন্য জনগণের অর্থ ব্যয়েরও সীমা বেঁধে দিতে চায় তারা। থাইল্যান্ডের আধুনিক ইতিহাসে রাজাকে এরকম প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করার উদাহারণ আর নেই। বিক্ষোভ দমনে সরকার সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, জারি করেছে জরুরি অবস্থা। তরুণ প্রজন্ম যেভাবে রাজতন্ত্র এবং এর প্রতিনিধিত্বকারী সবকিছুকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে তাতে এটি এক দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের শুরু বলেই অনেকে মনে করছে।

বেলারুসে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ: বেলারুশে নয়ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল প্রত্যাখান করে বিক্ষোভ শুরু করে বিরোধীরা। ২৬ বছর একনাগাড়ে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট লুকাশেঙ্কোর পদত্যাগের দাবিতে এই বিক্ষোভে যেভাবে দেশটির মানুষ অংশ নেয় তা ছিল অভূতপূর্ব। বহু নগরী, শহর এবং গ্রামে পর্যন্ত এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। করোনার ঝুঁকি উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নামে। তারা নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী স্ভেৎলানা তিখানোভস্কায়াকেই বিজয়ী ঘোষণার দাবি জানায়। বিক্ষোভে আটক হয় হাজার হাজার মানুষ। বেলারুশে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশি নির্মমতার ব্যাপক অভিযোগ ওঠে। সাত ঘন্টা আটক অবস্থায় থাকার পর মুক্তি পেয়েই মিস তিখানোভস্কায়া পালিয়ে যান লিথুয়ানিয়ায়। নভেম্বরের শেষে মি. লুকাশেঙ্কো প্রথমবারের মত ইঙ্গিত দেন তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। তবে কবে তা তিনি বলেননি।

লেবাননে বিস্ফোরণ ও সরকারি বিরোধী বিক্ষোভ : লেবাননের রাজধানী বৈরুতের বন্দর এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য সরকারের অবহেলাকে দায়ী করে সরকারের বিচারের দাবিতে পথে নামে বৈরুতবাসী। বিস্ফোরণ পরবর্তী সরকার বিরোধী এই বিক্ষোভ ছিল নজিরবিহীন। নিহতের সংখ্যা বাড়ার পটভূমিতে গণ অসেন্তোষের মুখে পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী হাসান দিয়াব। ইতোমধ্যেই দেশের রুগ্ন অর্থনীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি, বেকারত্ব, দুর্নীতির অবসান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে দেশে বিক্ষোভ চলমান ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে ক্ষমতার ভাগাভাগির ব্যবস্থারও পরিবর্তন চাইছিল দেশের মানুষ। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, সরকারের অব্যবস্থাপনা এবং দেশের অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণীর বলি হিসেবে তারা ভোগান্তি পোহাচ্ছে। জিডিপি ও বৈদেশিক ঋণের অনুপাতের হিসাবে লেবানন এই মূহুর্তে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ ঋণগ্রস্ত দেশ।

ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে নতুন মোড় : আমেরিকার মধ্যস্থতায় ১৩ আগস্ট ইসরায়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘোষণা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। নিউইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত কলামিস্ট টমাস এল ফ্রিডম্যান এই ঘোষণাকে ব্যাখ্যা করেন- 'মধ্যপ্রাচ্যের একটি ভূ-রাজনৈতিক ভূমিকম্প' বলে। ডোনাল্ড ট্রাম্প এই চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিলেন। পুরো আলোচনাটি চলেছিল এতটাই গোপনে যে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত নাকি এ বিষয়ে কিছু জানতেন না।

৯০ লক্ষাধিক বাংলাভাষীর আবেগ উপেক্ষিত, বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিবাদ বঊমাভাসুস-র

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ৯০ লক্ষাধিক বাংলাভাষী জনগণের আবেগ ও অনুভূতিকে উপেক্ষা করে বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে রাজ্য বিধানসভায় বিল পেশ করে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিবাদে সরব হয়েছে বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি (বঊমাভাসুস)। এই আইন বাতিলের দাবিতে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আজ বুধবার করিমগঞ্জের জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রেরিত স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে, অসমে বসবাসরত সকল ভাষা জনগোষ্ঠীকে সমমর্যাদা দেওয়ার কথা সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীও বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড় - সমতলের সম-উন্নয়নের কথা মুখে বলেন, কিন্তু কার্যত কিছুই হয়নি। বড়ো চুক্তির মাধ্যমে বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, বাংলাভাষিক ৯০ লক্ষ মানুষের ভাবাবেগে চরম আঘাত করা হয়েছে বলে সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে স্মারকপত্রে। এই বিলে সংশোধন করে বাংলা ভাষাকেও সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্রে দাবি করেছে। জেলাশাসকের অনুপস্থিততে অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেব প্রদত্ত স্মারকপত্রটি গ্রহণ করেছেন।

এদিকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিলের তীব্র বিরোধিতা করার জন্য উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে সাধুবাদও জানিয়েছে মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি। অন্যদিকে এই বিলকে সমর্থন জানানোর জন্য মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের কঠোর সমালোচনা করেছে সমিতি। এছাড়া জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র কার্যালয়ের সাইনবোর্ড বাংলা ভাষার পরিবর্তে অসমিয়া ভাষায় লেখা থাকায় বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। বরাক উপত্যকায় সরকারি ভাষা বাংলা, তা-হলে সরকারি কার্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে অসমিয়া ভাষায় সাইনবোর্ড কেন লেখা হলো? এই প্রশ্ন তুলেছেন মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির কর্মকর্তারা।

সমিতির পদাধিকারীরা বলেছেন, সরকার বারংবার ১৯৬০ সালের ভাষা আইনকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লঙ্ঘন করছে। এ বিষয়েও সমিতির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। সমিতির কর্মকর্তারা স্মারকপত্রে একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, অনতিবিলম্বে জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের কার্যালয়ে যেন বাংলা ভাষার সাইনবোর্ড লাগানো হয়। তাছাড়া এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে সমিতি। স্মারকপত্র প্রদানকালে বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নির্মাল্য দাস, গৌতম চৌধুরী, প্রতীমরাজ ভট্টাচার্য, শিবানী বিশ্বাস, স্বপন বণিক প্রমুখ।

বড়ো ভাষাকে রাজ্যের সহযোগী সরকারি ভাষার স্বীকৃতি, বিধানসভায় পাশ আসাম অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল-২০২০

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেছে বহুচর্চিত তথা বিতর্কিত আসাম অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল-২০২০ (অসম সরকারি ভাষা সংশোধনী বিল-২০২০)। মূলত, বড়ো ভাষাকে অসমের সহযোগী সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই এই বিল বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন (২৮ ডিসেম্বর) পেশ করা হয়েছিল।

বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) চুক্তি অনুযায়ী বড়ো ভাষাকে অসমের সহযোগী সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদানের প্রস্তাব ছিল। আজ এই বিল ধ্বনী ভোটে পাশের মাধ্যমে বড়ো ভাষা অসমের সহযোগী সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হলেও বিলে রাজ্যপালের অনুমোদন বাকি। রাজ্যপাল অনুমোদন দিলেই বড়ো ভাষা অসমের সহযোগী সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করবে। বিতর্কিত এই বিলের সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বিধায়ক পুরকায়স্থ বড়োর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও অসমের সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি তুলেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে অধিবেশনের প্রথমদিন সদনে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বাংলাকে উপেক্ষা করে বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিধানসভার অধিবেশনে সরকার পক্ষকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ। প্রসঙ্গত, বিটিআর চুক্তি অনুযায়ী গত ২২ ডিসেম্বর রাজ্য ক্যাবিনেটের বৈঠকে বড়ো ভাষাকে সরকারের সহযোগী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এতে সরকারি কাজে এবার অসমিয়ার পাশাপাশি বড়ো ভাষাও ব্যবহার করা যাবে। ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে তিনদিনের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই সরব হয়েছিলেন কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

অধ্যক্ষ হীতেশ গোস্বামীর মাধ্যমে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সরকার পক্ষকে প্রশ্ন করেন, বড়ো ভাষায় কথা বলেন মাত্র ১ লক্ষ ৪১ হাজার মানুষ। অথচ সমগ্র অসমে বাংলা ভাষায় কথা বলেন ৯০ লক্ষ ২৪ হাজারের বেশি জনতা। রাজ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ সংখ্যক জনগণ বাংলাভাষী। তা-হলে বাংলাভাষী এত বিশাল জনগণকে উপেক্ষা করে বড়ো ভাষাকে সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো কেন? এই প্রশ্ন তুলে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙালি এবং বাংলা ভাষার প্রতি চরম অবমাননা করা হয়েছে বলেও বিধানসভা অধিবেশনে সরব হন।

সেদিনের মতো আজও কমলাক্ষ বলেন, ভাষা সার্কুলার আইন ১৯৬০-এ রাজ্যের প্রতিটি ভাষাকে সমমর্যাদা দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। অথচ বিজেপি সরকার ভাষা সার্কুলারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের মর্জিমাফিক রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে একের পর এক সংবিধান বিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেন বিধায়ক। তিনি বলেন, আসলে বাঙালি-প্রীতি হলো বিজেপি সরকারের বহিরাবরণ। অন্তরে বাঙালি বিদ্বেষ পুষে রেখেই বিশাল সংখ্যক বাঙালির সঙ্গে বিজেপি সরকার চরম বঞ্চনা করছে।বিধায়ক কমলাক্ষের এই সব প্রশ্নের জবাবে সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি এবং অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, রাজ্যের প্রতিটি ভাষাকে সরকার সমান মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে থাকে। বাংলা ভাষা একটি উন্নত ভাষা। বরাক উপত্যকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারি বাংলা মিডিয়াম স্কুল রয়েছে। বরাক উপত্যকার তিন জেলার সরকারি ভাষা বাংলা। ফলে গোটা অসমে বাংলা ভাষাকে সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করেন হিমন্তবিশ্ব। দুই মন্ত্রী শই বলেন, তবে রাজ্যের অন্যান্য ভাষা যেমন, বড়ো, দেউরি, কছাড়ি, কারবি, মিসিং সহ আরও অনেক ভাষা এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার মতো উন্নত হতে পারেনি। তাই পশ্চাদপদ এই সকল ভাষা ও জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রীরা বলেন, রাজ্যে বসবাসরত প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। বিটিআর চুক্তির বলেই বড়ো ভাষাকে সহযোগী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখানে রাজ্য সরকারের অন্য ভাষাকে অবমাননা করার কোনও উদ্দেশ্য নেই বলে বিধানসভায় জানান তাঁরা।

এদিকে বিরোধী বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন স্বদলীয় বিধায়ক তথা দলপতি দেবব্রত শইকিয়া। এতেই নিজের অবস্থানে অটল ছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ। অন্যদিকে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের এই অবস্থান জাতিপ্রীতি না নেহাত রাজনীতি, সে সম্পর্কে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ইকো পার্ক, নিক্কো পার্কের ভিড় সামলাতে বাড়তি সতর্কতা বিধাননগর পুলিশের

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : কয়েক মাস বন্ধ থাকার পরে ইকো পার্ক, নিক্কো পার্ক খুলেছে। তুলনায় কম হলেও ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। আগামী দু'দিন ওখানে ভিড় সামলাতে বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারেট। বুধবার বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে আলোচনায় বসেন পুলিশ কমিশনার মুকেশ।

এ বছরে পরিস্থিতি ভিন্ন। করোনার ছায়া পিছু ছাড়েনি বিনোদন পার্কেরও। আকারে যত বড়োই হোক, যত ছড়ানোই হোক, সাবধানতা অবলম্বন করছেন ইকো পার্ক, নিক্কো পার্ক কর্তৃপক্ষ। 'সরকারি নির্দেশ মেনে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ছিল রবীন্দ্র তীর্থ, নজরুল তীর্থ, ওয়াক্স মিউজিয়াম, বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার। হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন জানিয়েছেন, ইকো পার্ক আকারে বিশাল। প্রায় ১ লক্ষ লোক ধরে এখানে। তার ওপর খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন। তাই অনেক লোক এলেও কখনোই ভিড় হয় না এখানে। মানুষ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন বলে সংক্রমণের সম্ভাবনাও কম। তবে সতর্কতা নেওয়া হবে সব রকম। কোভিড আবহে দীর্ঘ বড়দিনে ইকো পার্কে গিয়েছিলেন প্রায় ৫৬ হাজার দর্শক। গত কয়েক দিনে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছে ইকো পার্কে। ফলে বর্ষশেষ বা বর্ষবরণকে ঘিরে সেই ভিড় বাড়তে পারে বলে অনুমান। নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ) সূত্রের খবর, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা-নজরদারি, পার্কিং ব্যবস্থাকে ঘিরে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ফুটপাতে ব্যারিকেড, পার্কের ভিতরে ও বাইরে পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশি নজরদারি, বাস ও গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য ব্যবস্থা। অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার-সহ একাধিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

শুধু ইকো পার্কই নয়, বিধাননগর পুর এলাকায় আরও কয়েকটি বিনোদন পার্ক ঘিরেও থাকছে বিশেষ নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা। ইকো পার্কের পরে লেক টাউন সার্ভিস রোডেও লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটেছিল। সেখানে নিরাপত্তা-নজরদারিতে জোর বাড়ানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। পাশাপাশি অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, রাতে বেপরোয়া ভাবে মোটরবাইক বা গাড়ি চালানোর প্রবণতা দেখা গিয়েছে। লাগাতার অভিযানের পরে সেই ঘটনা কমেছে বলে দাবি পুলিশের। তবে বর্ষশেষের রাতে সে দিকেও বাড়তি নজরদারি থাকবে।

বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ জানান, প্রয়োজনীয় সব রকমের পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রেস্তরাঁ থেকে শুরু করে একাধিক বিনোদন পার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্ত নিয়ম নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে আদালতে যে নির্দেশ দিয়েছে সে অনুসারে পদক্ষেপ করা হবে।

রাজনীতিকে বিদায় জানালেন রজনীকান্তের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা

চেন্নাই, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): দুর্বল শারীরিক অবস্থা এবং বিশ্বজোড়া করোনা মহামারীর জেরে এখনই রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করবেন না সুপারস্টার রজনীকান্ত। একথা তিনি মঙ্গলবার জানিয়ে দিয়েছিলেন। এর একদিন পর অর্থাৎ বুধবার রজনীকান্তের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ও প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা তমালিরুবী মণিয়ান নিজের রাজনৈতিক জীবনের ইতি টানার ঘোষণা করলেন।

চলতি মাসের ৩ তারিখে রজনীকান্ত যখন বলেছিলেন যে, জানুয়ারি মাসে তাঁর নতুন রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করা হবে। তখন তিনি তমালিরুবী মণিয়ানকে নিজের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। ২০১৭ সাল থেকেই রজনীকান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বছর ৭০ এর এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। বিবৃতি জারি করে প্রবীণ রাজনীতিবিদ জানিয়েছেন যে, তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন আগামী বছরের শুরুতেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করবেন রজনীকান্ত। নিজের রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করবেন তিনি। কিন্তু রজনীকান্তের রাজনৈতিক দলের ঘোষণা না করার জেরে তিনিও আর রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন না।

বৈঠকের মাঝে কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে ভোজন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনে কৃষক সংগঠনগুলির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বৈঠক চলাকালীন মধ্যাহ্নভোজের সময় কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে একসাথে খেলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রী। খাবারের আয়োজন কৃষকরা নিজেরাই করেছিল। এদিনের দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের বৈঠকে ৪০টি কৃষক সংগঠনের নেতারা যোগ দিয়েছিল। কেন্দ্রের তরফে আশা প্রকাশ করা হয়েছে এই বৈঠক থেকে সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে। মধ্যাহ্নভোজের সময় দিল্লি শিখ গুরুদ্বার কমিটির কৃষকদের জন্য খাবার পাঠায়। সেই খাবারই কৃষকদের সঙ্গে খেতে বসেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, রেল ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, বাণিজ্যমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সোমপ্রকাশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগেও দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের বৈঠকে নিজেদের আনা খাবার খেয়েছিলেন কৃষক সংগঠনের নেতারা। আগের বারের মত এবারও সরকারের তরফ থেকে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু এবারও সরকারের দেওয়া খাবার খেতে অনীহা প্রকাশ করে কৃষক নেতারা। বরফ গলাতে কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে খেতে বসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।

অসম বিধানসভার সদস্যদের ২০০৫ সালের ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের আওতায় আনার দাবি বিধায়ক কমলাক্ষের

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম বিধানসভার সদস্যদের ২০০৫ সালের ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনদিনের শীতকালীন অধিবেশনের আজ বুধবার অন্তিম দিন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মাধ্যমে

ছয়ের পাতায়

চড়িলামে দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ ডিসেম্বর।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুজন। তারা হলেন চন্দন দে এবং তুলসি দাস । ঘটনা সিপাহীজলা অভয়ারণ্য সংলগ্ন চড়িলাম ফরেস্ট অফিস এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

দুজনেরই অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক দু'জনকেই জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। জানা গেছে, আহত দুইজন একটি বাইকে ছিলেন। তারা আগরতলামুখি ছিলো।, অপরদিকে একটি গাড়ি আহতদের ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে আহত চন্দন দে তার বাড়িতে তে কল করে ছিলো,তার পাশে পরে আছে একটি এন্ড্রয়েড মোবাইল। তার পরিবারের সাথে হয়তো শেষ কথা,তার অবস্থা সবচেয়ে আশংকা জনক। ক

থা বলতে পারছে না। তবে সাথে সাথে একজন সাংবাদিক চড়িলাম বাড়ি আসার পথে এই দুর্ঘটনা দেখে প্রথমে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেয়। তারপর বিশালগড় থানায়। সাথে সাথেই পুলিশ এসে বাইকটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে একজন খুবই আশংকা জনক। ঘটনায় এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ কে দায়ি করছে।

আগরতলা শহরে ফের বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকা থেকে বাইক চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র কামান চৌমুহনীর বিএসএনএল অফিসের সামনে থেকে একটি বাইক চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। বাইকের মালিকের নাম মিঠুন মালাকার। জানা যায় তিনি প্রতিদিন এই বিএসএনএল অফিস চত্বরে বাইক রেখে সেখানে কাজ করতে যেতেন।

তিনি বিএসএনএল অফিস এই আউটসোর্সিং কর্মী হিসেবে কাজ করতেন বলে জানান। অন্যান্য দিন বাইক রেখে কাজ করে ফিরে এসে বাইক যথাস্থানে পেতেন। কিন্তু আজ বাইক রেখে কাজ করতে গিয়ে ফেরার সময় দেখেন যেখানে তিনি বাইকটি রেখে গিয়েছিলেন সেখানে বাইকটি নেই ।সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষয়টি আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ সেখানে ছুটে আসে।

বিএসএনএল অফিসের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে বাইক চোরকে আটক করার জন্য পুলিশ তৎপরতা শুরু করেছে ।উল্লেখ্য গত কয়েকদিনের মধ্যে আগরতলা শহর এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি বাইক চুরি হয়ে গেছে। পরপর এসব চুরির ঘটনায় পুলিশের অস্তিত্ব নিয়েও নানা মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দলনেতার

● প্রথম পাতার পর

হবে। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠা দিবস কিংবা সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন করলেই চলবে না ছাত্র আন্দোলন যাতে সঠিক পথের নিশান খুঁজে পায় সেজন্য বর্তমান নেতৃত্বকে সঠিক পথের সন্ধান করতে হবে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। এ ধরনের রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ সঠিক পথ দেখাতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসার আগে বর্তমান শাসকদল রাজ্যবাসীকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই সব প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে। রাজ্যের জনগণ তাদের উপর আস্থা হারাতে শুরু করেছেন। জনসমর্থন হারিয়ে পায়ের তলার মাটি খুঁজে না পেয়ে বর্তমান শাসকদল হামলা সংঘটিত করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিরোধী দলের নেতা-কর্মী সমর্থক এবং বাম ছাত্র যুবক তার ওপর হামলা সংগঠিত করে বিরোধীদের রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা যাবে না বলেও তিনি স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেন। রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভাবে রাজনীতি করার পরামর্শ দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সম্ভাবনা রয়েছে। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে উদ্যোগীদের নিয়ে একটি প্রকল্প তৈরি করার জন্য মুখ্যসচিব মনোজ কুমারকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে বড় মাত্রায় কৃষকগণ ফুল, আদা, সব্জি চাষের সাথে যুক্ত রয়েছেন। উদ্যান চর্চা ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত করে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। পাশাপাশি রাজ্যের যেসব স্থানে চেকড্যাম তৈরি হচ্ছে সেই এলাকার জেএফএমসিগুলিকে মৎস্য চাষে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক থেকে কেসিসি-র মাধ্যমে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় পা'াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ডিজিএম আনন্দ কুমার স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির বিস্তারিত কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ২০২০-২১ অর্থবর্ষের অ্যানুয়েল ক্রেডিট প্ল্যানে রাজ্যে ব্যাঙ্কগুলি প্রতিটি ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ডিসবার্সমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ক'ষি, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সহ অন্যান্য প্রাইমারি সেক্টরগুলির জন্য ২২৬৭.৭৭ কোটি টাকা ব্যাঙ্কগুলি ডিসবার্স করেছে। স্ট্যাণ্ড আপ ইণ্ডিয়া প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১০ জন এস সি / এস টি মহিলা সুবিধাভোগীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ডিজিএম আনন্দকুমার আরও জানান, ২০২০-২১ অর্থবর্ষের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মিনি ডেয়ারি প্রকল্পে রাজ্যে ৫৭২টি প্রস্তাবিত ঋণের ম'রি দিয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক। চলতি অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ৯৮ জনের শিক্ষা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ২,২৩০টি গৃহ ঋণের মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ভেণ্ডর আত্মনির্ভর নিধি প্রকল্পে এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় এখন পর্যন্ত ১,৯৮২টি ঋণের মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। সভায় এছাড়াও ব্যাঙ্কের নতুন শাখা খোলা, পর্যটন বিকাশে সহায়তা, স্বসহায়ক দলগুলিকে ঋণ প্রদানে গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

এসএল বি সি-র ১৩৩তম সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রধান সচিব শশীর'ন কুমার, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, আগরতলাস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখার জেনারেল ম্যানেজার তমাল বিশ্বাস, এস এল বি সি কমিটির আওতাভুক্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা করেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চিফ জেনারেল ম্যানেজার রাজীব পুরি এবং এসএলবিসি কমিটির জেনারেল ম্যানেজার এস জি সাহা।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা ।মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পরিবারের লোকজনদের খবর দেন এবং কমলপুর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায় ।কিভাবে কাঠমিস্ত্রি নারায়ণ দাসের মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জানিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে পরিবারের লোকজনদের আশঙ্কা তাকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে ।কাঠমিস্ত্রি নারায়ণ দাসের মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত গ্রামে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে পুলিশের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

জানুয়ারী

● প্রথম পাতার পর

বাইরে রাখা নিয়ে সম্মত হয়েছে দুই পক্ষ। বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে সরকার বিদ্যুৎ বিল ২০২০ ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ টিকিয়াইত জানিয়েছেন, ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো এবং বিদ্যুতের বিল প্রত্যাহারের প্রসঙ্গে সমাধান করা গিয়েছে। কিন্তু আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান এখনও হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে বৈঠকের আশা প্রকাশ করা যায় এইগুলি সমাধান হবে।

চালক

● প্রথম পাতার পর

বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি ।তবে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে অটোতে শর্টসার্কিট হওয়ার কারণেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

তিনের পাতার পর

প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং হাইলাকান্দিতে অন্যায় ও অগণতান্ত্রিকভাবে মিছিল করার গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার প্রতিবাদে দুটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সম্পাদক প্রভাসচন্দ্র সরকার এবং অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য হিল্লোল ভট্টাচার্য।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-এর মাধ্যমে শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিকীকরণ ও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে রচিত বলে ব্যাখ্যা করেন এবং এর বিরুদ্ধে উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এক বিবৃতিতে অমিত সরকার এ খবর জানান।

বিধায়ক কমলাক্ষের

পাচের পাতার পর

সরকারের কাছে এই দাবি তুলে ধরেন।

বিধায়ক কমলাক্ষ, বলেন ২০০৫ সাল থেকে সরকারি চাকরিজীবিদের জন্য তৎকালীন রাজ্য সরকার নতুন পেনশন স্কিম চালু করেছিল। প্রতি মাসে পেনশনের বদলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের এককালীন অর্থরাশি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। তাই বিধায়কদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা চালুর পক্ষে সওয়াল করেন বিধায়ক দে পুরকায়স্থ। আইনসভার সদস্য এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য একই আইন বলবৎ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। বলেন, আইন সকলের জন্য সমান। যাঁরা আইন তৈরি করেন তাঁদের জন্য এক নিয়ম, আর রাজ্যবাসীদের জন্য আলাদা, তা হতে পারে না। সকলের জন্য এক নিয়ম চালু হওয়া প্রয়োজন। এতে বিধানসভার সদস্যদের প্রতি রাজ্যের সাধারণ জনতার আস্থা ও ভরসা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে বলে নিজের অভিমত বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মাধ্যমে সরকারের সামনে তুলে ধরেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

কার্যক্রম ও প্রকল্পাদি

তিনের পাতার পর

গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম বিধানসভায় মাদ্রাসা শিক্ষা বাতিল সংক্রান্ত 'দ্য আসাম রিপিলিং বিল ২০২০' পেশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বিল পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বিধায়করা বিলের বিরুদ্ধে হইহট্টগোল শুরু করে একসময় ওয়াকআউট করেন।

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ (হি.স.) : ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেছে বহুচর্চিত তথা বিতর্কিত আসাম অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল-২০২০ (অসম সরকারি ভাষা সংশোধনী বিল-২০২০)। মূলত, বড়ো ভাষাকে অসমের সহযোগী সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই এই বিল বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন (২৮ ডিসেম্বর) পেশ করা হয়েছিল। বিতর্কিত এই বিলের সংশোধনী প্রস্তাব এনে সোচ্চার হয়েছিলেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বড়োর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও অসমের সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁর দাবি ধোঁপে টেকেনি।

(অন্য বিষয়াবলি পরবর্তীতে)

পুঞ্চের মেন্ধরে পিস্তল-গ্রেনেড উদ্ধার, ধৃত ৩ জন জঙ্গি মদতদাতা

জম্মু, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): গত রবিবার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল ৩ জন জঙ্গি। ওই ৩ জন জঙ্গিকে জেরা করার পর, জঙ্গিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও গ্রেনেড উদ্ধার করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনাবাহিনী। জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর মহকুমার অন্তর্গত বালাকোটে সেক্টরের ডাব্বি গ্রামে ঝোপ থেকে দু''টি পিস্তল, ৭০টি পিস্তলের গুলি এবং দু''টি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে সুরক্ষা বাহিনী।

পুঞ্চের এসএসপি রমেশ আংরাল জানিয়েছেন, বালাকোটে সেক্টরের ডাব্বি গ্রামে পিস্তল, গুলি এবং গ্রেনেড লুকিয়ে রেখেছিল জঙ্গিরা। রবিবার গ্রেফতার হওয়া ৩ জন জঙ্গিকে জেরা করার পর সেই তথ্যের ভিত্তিতে আগ্নেয়াস্ত্র ও গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে। একইসঙ্গে জঙ্গিদের ৩ জন মদতদাতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কলকাতা, যাদবপুরে তল্পিবাহকদের উপাচার্য করা হয়েছে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উষ্মার প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার সকালে নিউ টাউনের হাতিয়াড়ায় 'চায়ে পে চর্চা'য় যোগ দিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

উপাচার্য হিসাবে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী যোগ দেওয়ার পর থেকেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে লাগাতার সংঘাত তৈরি হয়েছে রাজ্যের শাসক দলের। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার বলেন, "বিশ্বভারতী কি আর কোনও উপাচার্য খুঁজে পায়নি? আমার তাঁর প্রতি কোনও ব্যক্তিগত রাগ নেই, কিন্তু আপনারাই বলুন না, খুঁজে, দেখে দেখে নিয়ে আসতে হয়েছে বিজেপির মার্কামারা, বিজেপির স্ট্যাম্প মারা একেবারে অনলাইনে স্ট্যাম্প মারা বিজেপির এক জনকে! বিশ্বভারতীর ভিতরে, উপাচার্যের অফিসের ভিতরে বিজেপি নেতারা কী করে? কই আমি তো কলকাতা, প্রেসিডেন্সি, নজরুল বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে গিয়ে এ সব করি না। আপনারা বিশ্বভারতীকে দাঙ্গার জায়গায় পরিণত করছেন।"

এর জবাবে বুধবার দিলীপবাবু বললেন, ''কলকাতা, যাদবপুরে তল্পিবাহকদের উপাচার্য করা হয়েছে। রাজ্যের শাসক দল বিশ্বভারতীকেও রাজনীতির আখড়া করতে চাইছেন।' এই সঙ্গে রাজ্য প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে দিলীপবাবু বলেন, 'যে আলু ৫ টাকায় বিক্রি হয়, তা ৪৫ টাকায় কিনতে হয়েছে। পেঁয়াজ ৩ টাকায় বিক্রি করে ৮০ টাকায় কিনতে হয়েছে। এই তো রাজ্যের কৃষকদের অবস্থা। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইরা কাটমানি খাচ্ছে, মরছে কৃষক।'

দিলীপবাবুর কটাক্ষ, 'সবাই সন্দেহ বাতিকের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। দিদি ভাবছেন, সবাই বোধহয় বিজেপি হয়ে গিয়েছে। এটা একটা অসুখের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সরকারের উপর ভরসা নেই। জনগণের উপর ছেড়ে দিতে হচ্ছে? হারের ভয়ে মানুষ এমন অসংলগ্ন কথা বলে।'

শালিমারে শ্যুটআউট কাণ্ডে গ্রেফতার ৩

হাওড়া,৩০ ডিসেম্বর (হি স): আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির কড়া নজর সেদিকেই। কিন্তু নির্বাচনের আগেই মঙ্গলবার প্রকাশ্য রাস্তায় শালিমার রেল স্টেশনের কাছে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে নড়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। শালিমারে শ্যুটআউট কাণ্ডে ইতিমধ্যেই ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার পুলিশের। এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কিনা বুধবার সেই তদন্তে নেমেছে হাওড়া সিটি পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছে, মঙ্গলবার বিকেলে শালিমার রেল স্টেশনের তিন নম্বর গেটের কাছে চলে গুলি। সেই গুলিতে আহত হয় এক ব্যাক্তি। জানা যাচ্ছে আহত ব্যক্তির নাম ধর্মেন্দ্র সিং। আহত ওই ব্যক্তি তৃণমূল কর্মী। শালিমার রেল স্টেশনের পাশ দিয়ে ধর্মেন্দ্র সিং নামে ওই ব্যক্তি যাচ্ছিলেন ঠিক সেইসময় অজ্ঞাত পরিচয়ের বাইক আরোহী খুব কাছ থেকে গুলি করে তাকে। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।ওই ব্যক্তির মাথায় গুলি লাগে বলে জানা যায়। কিছুক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মানেন ওই ব্যক্তি। তারপরেই পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোটানিক্যাল গার্ডেন থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নামে হাওড়া সিটি পুলিশ। খতিয়ে দেখা হয় সিসিটিভি ফুটেজ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ইতিমধ্যেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত বিকাশ সিংহ ওরফে ভিকি। ভিকির সঙ্গেই এই ঘটনায় যুক্ত চন্দন চৌধুরী। এই দুইজনকে বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

হবেন বলে জানিয়েছেন ।আন্দোলনকারীরা আরও দাবি জানিয়েছেন বন্যহাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে।

খোয়াইয়ে দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ জিসেম্বর।। পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব খোয়াই পূর্ব গনকী জামটিলা জনজাতি এলাকায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব অমিত রক্ষিত সহ খোয়াই মন্ডলের নেতৃত্বরা ২৫০ জন জনজাতি ভাইবোনেদের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করেন। পূর্ব-গনকীর জামটিলাবাসিদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় আপ্লুত পূর্বোদয় সম্পাদিকা নীতি দেব মহোদয়া।

শিবির

আটের পাতার পর

বন্ধ্যাত্বকরণ (নির্বীজকরণ) নিয়ে এক সচেতনতামূলক আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া এ'পার্ট ইনচার্জ, ডিস্ট্রিক্ট আশা পোগ্রাম ম্যানেজার, সাবডিভিশনাল আশা পোগ্রাম ম্যানেজার প্রমুখ। শিবিরে প্রজননক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পুরুষদের বন্ধ্যাত্বকরণ (নির্বীজকরণ) সহ পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই সচেতনতামূলক শিবিরে উত্তর জেলার আশা ফেসিলিটেটরগণও অংশগ্রহণ করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আঁকার কর্মশালা

আটের পাতার পর

বিভিন্ন বাড়ির মাটির দেওয়ালে ছবি আঁকার কর্মশালা চলছে। গতকাল বিধায়ক সুভাষচন্দ্র দাস, নলছড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জওহরলাল ঘোষ, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, বরিষ্ঠ সাংবাদিক মানস পাল, সাংবাদিক সেবক ভ-াচার্য ও বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস রায় কেমতলি চিত্রাঙ্কন কর্মশালা পরিদর্শন করেন। বিধায়ক সুভাষচন্দ্র দাস এ ধরণের চিত্রাঙ্কন কর্মশালা আয়োজনের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। গত ২২ ডিসেম্বর থেকে এ কর্মশালা শুরু হয়েছে। কর্মশালা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। কেমতলি গ্রামের ৩০ জন মহিলা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ফিরে দেখা ২০২০ বিষয় : বাংলাদেশি ও ডিটেনশন ক্যাম্প বিষয়ক

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে করোনাভাইরাসের দাপাদাপির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২০। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে করোনায় মৃত্যুর পাশাপাশি বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২০-এর ফ্ল্যাশব্যাকে বাংলাদেশি ও ডিটেনশন ক্যাম্প বিষয়ক কয়েকটি, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

গুয়াহাটি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি আরেক দুর্ভাগা ৫০ বছরের নরেশ কোচের মৃত্যু হয়েছে। এদিন রাতে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য গত দশ দিন আগে তাঁকে মেডিক্যালে এনে ভরতি করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, নরেশ কোচকে নিয়ে অসমের বিভিন্ন ডিটেনশন ক্যাম্পে নিহতের সংখ্যা ২৯-এ দাঁড়িয়েছে। এদিন পর্যন্ত রাজ্যের ছয়টি ডিটেনশন সেন্টারে ১০০০ জন সন্দেহজনক বিদেশি আছেন।

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-তে নাম না থাকলেও কোনও শিশুকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো যাবে না। এনআরসি সম্পর্কে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে অনুষ্ঠিত এক শুনানি শেষে বিচারপতি এই রায় দিয়েছেন। রায়ে বলা হয়েছে, যে সকল শিশুর এনআরসিতে নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি, অথচ তার বাবা বা মায়ের নাম উঠেছে, সেই সব মা বাবার শিশুসন্তানদের কোনও অবস্থায় ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর নির্দেশ দিতে পারবে না সংশ্লিষ্টরা।

শিলচর, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অবশেষে ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরলেন সুখদেব রী এবং সামাদ উদ্দিন। দুজনেই প্রায় চার বছর ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটিয়ে ঘরে ফেরার সুযোগ পেলেন বুধবার। ২০১৯ সালের মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত এক নির্দেশে শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে আজ তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

ধুবড়ি (অসম), ৩ মে (হি.স) : উজান অসমের যোরহাট জেলা থেকে এসে নিম্ন অসমের ধুবড়িতে ধরা পড়েছেন ২৬ বাংলাদেশি। বাংলাদেশে পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। এদিন সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ ধুবড়ি জেলার প্রবেশদ্বার বহলপুরের ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (নতুন)-এ রুটিন চেকিং চলছিল। সে সময় এএস ০১ এইচসি ৫৯৩৪ এবং এএস ০৪ বিসি ১৩৮৩ নম্বরের দুটি ভাড়ার গাড়ি আটক করে তালাশি চালিয়ে শিশু মহিলা যুবক-যুবতী সহ ২৬ জন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছে অবশ্য পাসপোর্ট ও ভিসা ছিল। পরবর্তীতে বিধিসম্মতভাবে তাঁদের সকলকে চাপরের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

করিমগঞ্জ (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের বিভিন্ন ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি ৪২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে এদিন করিমগঞ্জের সুতারকান্দি গেট দিয়ে তাঁদের স্বদেশে প্রত্যর্পণ করেছে ভারত সরকার। যাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে তাঁরা অসমের গোয়ালপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্পের ১৭ জন, শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পের ১২ জন, কোকরাঝাড় ডিটেনশন ক্যাম্পের ৫ মহিলা এবং ৫ পুরুষ মিলে ১০ জন, তেজপুর ডিটেনশন ক্যাম্পের এক এবং যোরহাট ডিটেনশন ক্যাম্পের দুজন মিলে মোট ৪২ জন।

৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত লকডাউন সম্প্রসারণ করল মহারাষ্ট্র সরকার

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): ইংল্যান্ডে করোনার নতুন সংস্করণ ভারতে ঢুকে পড়েছে। ফলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত লকডাউন সম্প্রসারণ করল মহারাষ্ট্র সরকার। রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পূর্বনির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী ২২ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত যেসব জেলায় নৈশ কার্ফু বলবত ছিল তেমনি থাকবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সমস্ত ধরনের যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা বাতিল করে দিয়েছে ভারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২৩ ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত যারা বিমানে করে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ফিরেছেন তাদের অনেকের শরীরে করোনার নতুন সংস্করণ মিলেছে। ফলে সতর্ক গোটা দেশ।

অন্যদিকে, বিগত ২৪ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৩০১৮ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫৫৭২জন। নিহত ৬৮জন। রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার ০৬৬। ২৫ নভেম্বরের পর ইংল্যান্ড থেকে মুম্বইতে আসা আরও ৩ জন যাত্রী শরীরে করোনা নতুন সংস্করণ মিলেছে। ফলে করোনার নতুন সংস্করণে এই মুহূর্তে মুম্বইতে আক্রান্ত ১৫।

মোবাইল টাওয়ার ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দায় সরব রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): কৃষক আন্দোলনের জেরে কংগ্রেস শাসিত পঞ্জাবে মোবাইল টাওয়ারের ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। কৃষকদের উচিত পুনরায় বিবেচনা করে দেখে এমন পন্থা থেকে পিছু হটে আসা বলে দাবি করেছেন তিনি।

বুধবার রাজধানী দিল্লিতে এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, এমন ধরনের ঘটনা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। কৃষকদেরকে পুনরায় বিবেচনা করে দেখা উচিত। ভাঙচুরের ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ হওয়ার প্রয়োজন। দেশের অর্থনীতিতে কৃষকদের অবদানকে কুর্নিশ জানিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, কৃষকরা হলেন অন্নদাতা। তারাই ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড।

সম্প্রতি কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা কৃষক আন্দোলনে মাওবাদী এবং খালিস্তানি উপাদান রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। এমন ধরনের মন্তব্যই বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হন রাজনাথ সিং। তিনি জানিয়েছেন, কারো বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা উচিত নয়। কৃষক আন্দোলনে সরকার মর্মাহত। নতুন তিনটি কৃষি আইনের প্রতিটা ধারা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় বসা উচিত কৃষকদের।

চলতি মাসে ফের ভূকম্পন গুজরাটে, কচ্ছে ৪.৩ তীব্রতার কম্পন

আহমেদাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): চলতি মাসে ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাট। বুধবার সকালে ভূকম্পন অনুভূত হল গুজরাটের কচ্ছ জেলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। যদিও, মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। গান্ধীনগরের সিসমোলোজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৯.৪৬ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় কচ্ছ জেলায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কচ্ছের খাভা গ্রামের ২৬ কিলোমিটার পূর্ব দক্ষিণ-পূর্বে। কচ্ছ-পশ্চিম ডিভিশনের পুলিশ কন্টোলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিনের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সিসমোলোজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, এদিনই ভোররাত ২.২৯ মিনিট নাগাদ ২.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় কচ্ছের ভচাউ শহরের কাছে।

খেলা

ইংল্যান্ডে খেলতে রাজি ওয়েস্ট ইন্ডিজও

করোনাভাইরাসের কারণে পহেলা জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ডে খেলাধুলা নিষিদ্ধ। পুরো গ্রীষ্মের ক্রিকেটই তাই ভেসে যাওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু প্রথমে পাকিস্তান ও এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ রক্ষা করল ইংলিশদের। দুইদলই ইংল্যান্ড সফরে রাজি হওয়ায় ইংলিশ গ্রীষ্মের শেষের দিকে ঠিকই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে গড়াতে যাচ্ছে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলতে আগেই রাজি হয়েছে পাকিস্তান। কাল ওয়েস্ট ইন্ডিজও সম্মতি জানিয়েছে ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার ব্যাপারে। জুলাই মাসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তিনটি টেস্ট খেলবে দুই দল। তার আগে জুনেই ইংল্যান্ডে চলে যাবে জেসন হোল্ডারের দল। শুরুতে কোয়ারেন্টিন ও অনুশীলনে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে ক্রিকেটে ফিরবে ক্যারিবিয় ক্রিকেটাররা।

কিছুদিন আগেও ইংল্যান্ড সফরের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিল না ক্যারিবিয়রা। তবে ইসিবির নতুন পরিকল্পনায় সফরে যেতে সাহস পাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কলিন গ্রেভ ক্রিকইনফোকে বলেছেন, 'ইসিবি তাদের নতুন পরিকল্পনায় বেশ আত্মবিশ্বাসী। আমাদের মেডিকেল টিমও ওদের নতুন পরিকল্পনা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। সংশ্লিষ্ট সবাই পরিস্কার ধারণা পাচ্ছে ইংল্যান্ডে ৭ সপ্তাহের জন্য ক্রিকেট খেলতে গেলে সেটা কেমন হবে।"

তিন টেস্টের সিরিজের জন্য সাউদাম্পটন ও ম্যানচেস্টারকে সম্ভাব্য জৈব নিরাপদ ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হতে পারে। মাঠে দুই দলের সংশ্লিষ্টদের বাইরে ২০০-২৫০ জন মানুষের উপস্থিতিতে খেলা পরিচালনা করার চেষ্টা করা হবে। প্রতিনিয়ত ক্রিকেটারদের করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হবে।

ওদিকে করোনাভাইরাসের কারণে নিয়মিত ক্রিকেটীয় কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ক্যারিবিয় ক্রিকেট বোর্ডকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। সে ক্ষতি সামাল দিতে আগামী জুলাই থেকে কর্মীদের বেতনের ৫০ ভাগ কেটে রাখা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

বার্ষিক উপার্জনে ফোর্বসের ক্রীড়াবিদদের তালিকায় শীর্ষ স্থানে রজার ফেডেরার

ওয়াশিংটন, ৩১ মে (হি.স.): বার্ষিক উপার্জনের নিরিখে ফোর্বসের ক্রীড়াবিদদের তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করলেন টেনিস তারকা রজার ফেডেরার। গত এক বছরে ১০৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উপার্জন করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসিকে পিছনে ফেলে দিলেন এই সুইস টেনিস তারকা। গত ১২ মাসে রোনাল্ডো উপার্জন করেছেন ১০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেসির পকেট ঢুকেছে ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ফোর্বসের সদ্য প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী ২০২০ সালের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ক্রীড়াবিদ হলেন ফেডেরার। করোনা মহামারির জেরে রোনাল্ডো-মেসিদের ক্লাব তাঁদের পারিশ্রমিকে কাটছাঁট করায় দুই ফুটবলারকে রোজগারের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়তে হয়। গত বছর তালিকার শীর্ষে ছিলেন মেসি। এবার তিনি নেমে গিয়েছেন তিন নম্বরে। অন্যদিকে, ফেডেরার চার ধাপ উঠে এসে প্রথম টেনিস তারকা হিসেবে সর্বোচ্চ আয়ের ক্রীড়াবিদদের তালিকায় এক নম্বর স্থান দখল করেন।

ফোর্বস ২০১৯-এর ১ জুন থেকে ২০২০-র ১ জুন পর্যন্ত সময়সীমায় ক্রীড়াবিদদের মোট আয়ের হিসাব করে এই তালিকা প্রকাশ করে। আয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে পুরস্কার মূল্য, চুক্তির বোনাস, বিজ্ঞাপনী বিনিয়োগ, বিভিন্ন স্বত্ব ও উপস্থিতির জন্য প্রাপ্ত অর্থ।

এই নিরিখে গত ১২ মাসে ফেডেরার উপার্জন করেছেন ১০৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এসেছে বাণিজ্যিক চুক্তি থেকে। গত ১২ মাসে রোনাল্ডো উপার্জন করেছেন ১০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেসির পকেট ঢুকেছে ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আরেক তারকা ফুটবলার নেইমারের বার্ষিক উপার্জন ৯৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি রয়েছেন তালিকার চতুর্থ স্থানে। বাস্কেটবল তারকা লিবর্ন জেমস উপার্জন করেছেন ৮৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তালিকার প্রথম পাঁচের তিনি শেষ সদস্য।

গত এক বছরে বিশ্বের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী মহিলা অ্যাথলিট হলেন জাপানের টেনিস তারকা নাওমি ওসাকা। তাঁর বার্ষিক উপার্জন ৩৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিক তালিকায় ২৯ নম্বরে রয়েছেন তিনি। ওসাকা পিছনে ফেলে দিয়েছেন সেরেনা উইলিয়ামসকে। গত ১২ মাসে সেরেনার উপার্জন ৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বার্সেলোনার সামনে '১১টি ফাইনাল'

লম্বা বিরতির পর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফিরতে ব্যাকুল বার্সেলোনার আর্তুরো ভিদাল। চিলিয়ান এই মিডফিল্ডার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিজের টানা নবম লিগ শিরোপা জয়ের ব্যাপারে। এজন্য কাম্প নউয়ের দলটির সামনে '১১টি ফাইনাল' অপেক্ষা করছে বলে মনে করেন তিনি।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে অনেক নিয়মের ঘেরাটোপে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে আগামী ১১ জুন পুনরায় শুরু হচ্ছে স্প্যানিশ লা লিগা। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। গুরুত্ব বোঝাতে বাকি ১১ ম্যাচের প্রতিটিকে ফাইনাল ম্যাচের সঙ্গে তুলনা করেছেন ২০১৮ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে কাতালান দলটিতে যোগ দেওয়া ভিদাল। ক্লাবের ওয়েবসাইটে শনিবার প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে কভিড-১৯ মহামারীর কারণে বন্ধ থাকা মৌসুম, অনুশীলনে ফেরা, দল ও মৌসুমে নিজেদের লক্ষ্যসহ নানা দিক নিয়ে কথা বলেন এক সময়ে ইউভেন্তুসে খেলা এই ফুটবলার।

অনুশীলনে ফেরা

"অনুশীলনে ফিরতে পারা ছিল অসাধারণ ভালো লাগার, আবদ্ধ ওই দুই মাস ছিল লম্বা সময়। সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে থাকাটা অনেক বেশি উপভোগ্য, এটা দারুণ এক অভিজ্ঞতা। এখন আমরা ফিরেছি এবং অনুশীলনে ভালো করছি। তবে সামনে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাস অপেক্ষা করছে।"

দলের অবস্থা

"আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো লুইস (সুয়ারেস) ও চোট থেকে অন্য খেলোয়াড়দের সুস্থ হয়ে ওঠা। কারণ আমাদের সামনের দুটি মাস হবে তীব্র চাপের, কম সময়ের মধ্যে খেলতে হবে অনেক ম্যাচ। আমাদের যে দুটি প্রতিযোগিতা বাকি আছে সেখানে আমাদের শতভাগ উজাড় করে দিতে হবে।"

"আমি জানি, খেলোয়াড়রা সবাই ভালো অবস্থায় আছে এবং জয়ের ব্যাপারে তারা উদগ্রীব। বাড়িতে প্রস্তুতি নিয়ে দারুণ শারীরিক অবস্থায় আমরা সবাই অনুশীলনে ফিরেছি।"দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা"আমি মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে ভালোবাসি। এর অনুভূতি দারুণ এবং এটা আমাকে দারুণ আনন্দ এ উৎসাহ দেয়। তবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুশীলন সেশসগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।"লা লিগা

"এই ১১ ম্যাচ হতে যাচ্ছে ১১টি ফাইনাল, এ বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চিত এবং ম্যাচগুলো হবে খুব কঠিন।

ফুটবল, জীবন কোনোটাই আগের মতো চলবে না: মেসি

কেমন হবে করোনাভাইরাস পরবর্তী জীবন? এ নিয়ে সংশয়ে সবাই। লিওনেল মেসি নিশ্চিত, কোভিড-১৯ পাল্টে দেবে অনেক কিছুই। সময়ের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারের মতে, ফুটবল ও জীবন কোনোটাই আগের মতো চলবে না।

সুরক্ষিত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে নেওয়া হচ্ছে অনেক পদক্ষেপ। দর্শকশূন্য মাঠ, জীবাণুমুক্ত পরিবেশ তৈরি করে ফুটবল ফিরছে মাঠে। প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে আগামী ১১ জুন পুনরায় শুরু হচ্ছে স্প্যানিশ লা লিগা। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। ফুটবল মাঠে ফিরলেও স্বাভাবিক হবে না কিছুই, উপলব্ধি মেসির। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ রোগের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছে সাড়ে ৩ লাখের বেশি মানুষ। আক্রান্ত ৬২ লাখের কাছাকাছি।

স্প্যানিশ দৈনিক এল পাইসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি করোনাভাইরাস পরবর্তী সময় নিয়ে জানান নিজের ভাবনার কথা।

"যা ঘটেছে, এরপর পৃথিবীর কি হবে এটা নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে সংশয় আছে। আমাদের বিহ্বল করে দিয়েছে লকডাউন ও এই পরিস্থিতি। অনেক মানুষ কঠিন সময় পার করেছে যেমন অনেকে আত্মীয়, বন্ধুদের হারিয়েছে, তাদের সৎকারেও অংশ নিতে পারেনি।"

"আমার মনে হয়, এই দুর্যোগের অনেক নেতিবাচক দিক আছে। কিন্তু আপনজন হারানোর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। এটা আমাকে খুব হতাশ করেছে। আমার মনে হয়, কখনোই ফুটবল আগের মত হবে না। শুধু ফুটবল নয়, আমার মনে হয় জীবনও সার্বিকভাবে আর আগের মত হবে না।"

ফরটুনার জালে আবার বায়ার্নের গোল উৎসব

ফরটুনা ডুসেলডর্ফের জালে আবারও গোল উৎসব করে বুন্ডেসলিগা শিরোপা ধরে রাখার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে বায়ার্ন মিউনিখ। জোড়া গোল করেছেন রবের্ত লেভানদোভস্কি, জালের দেখা পেয়েছেন বাঁজামাঁ পাভার্দ, আলফানসো ডেভিস।

আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শনিবার ৫-০ ব্যবধানে জিতেছে বায়ার্ন। দুই দলের প্রথম দেখায় ফরটুনার মাঠে ৪-০ গোলে জিতেছিল শিরোপাধারীরা।

চতুর্থ মিনিটে ম্যাচের প্রথম সুযোগটি পায় ফরটুনা। টানা ছয় ম্যাচে অপরাজিত দলটির আলফ্রেডো মোরালেস গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার বরাবর শট নিয়ে নষ্ট করেন সুযোগ।

নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আক্রমণে যায় বায়ার্ন। এরপর ম্যাচ জুড়ে ছিল কেবল তাদেরই দাপট।

পঞ্চদশ মিনিটে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ডি বক্সে সের্গে জিনাব্রির পাঠানো বলে স্লাইড করে জাল খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন পাভার্দ। ঠিক মতো পারেননি। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে তালগোল পাকান মাটিয়াস ইয়োরগেনসেন। দিক পাল্টে বল জড়ায় জালে।

২৮ মিনিটে টমাস মুলারের শট কর্নারের বিনিময়ে কোনোমতে রক্ষা করেন সফরকারী গোলরক্ষক। ইয়োশুয়া কিমিখের কর্নারে দারুণ হেডে জাল খুঁজে নেন পাভার্দ। দুই দলের প্রথম দেখায়ও গোল করেছিলেন এই ফরাসি ডিফেন্ডার।

৪৩তম মিনিটে দলীয় প্রচেষ্টার এক গোলে ব্যবধান আরও বাড়ান লেভানদোভস্কি।

দাভিদ আলাবার কাছ থেকে বল পেয়ে নিজেই শট নিতে পারতেন কিমিখ। গোলরক্ষককে একা পেয়ে তিনি ব্যাক হিল করে খুঁজে নেন মুলারকে। এই মিডফিল্ডারও শট নেননি। ফ্লিক করে পাঠান লেভানদোভস্কির কাছে। আট গজ দূর থেকে বাকিটা অনায়াসে সারেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার। লিগে এটি তার ২৮তম গোল।

এবারের আসরে সব প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই জালের দেখা পেলেন তিনি। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের হিসেবে চিরো ইম্মোবিলেকে (২৭) ছাড়িয়ে এককভাবে উঠলেন গোলের চূড়ায়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান আরও বাড়ান লেভানদোভস্কি। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে এটি তার ৪৩তম গোল। ছুঁয়ে ফেলেন ২০১৬-১৭ মৌসুমে করা ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। জিনাব্রির নিচু ক্রসে তার ব্যাক-ফ্লিক খুঁজে পায় জাল।

৫২তম মিনিটে জটলা থেকে বল পেয়ে নিচু শটে ব্যবধান ৫-০ করে ফেলেন আলফানসো ডেভিস।

একের পর এক আক্রমণ করে গেলেও বাকি সময়ে আর জালের দেখা পায়নি বায়ার্ন।

এই জয়ে ২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করল দলটি। ২৮ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে তাদের পেছনে রয়েছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড।

সেমেদোকে বিক্রি করতে বার্সাকে বারণ

নেলসন সেমেদোকে বিক্রি করতে বার্সেলোনাকে বারণ করেছেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডারের বেনফিকা কোচ হেলদার ক্রিস্তোভাও। তার মতে, সেমেদোকে ছেড়ে দেওয়া হবে ভুল সিদ্ধান্ত।

গণমাধ্যমের খবর, এই ফুটবলারকে দলে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে ইউভেন্তুস, ইন্টার মিলান, ম্যানচেস্টার সিটি। বিক্রির কথাও ভাবছে বার্সেলোনা।

এসপোর্তে কোপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্রিস্তোভাও কাতালান ক্লাবটিকে আরও একবার ভাবার কথা বলেছেন।

"সেমেদোকে বার্সেলোনার ছেড়ে দেওয়া হবে ভুল সিদ্ধান্ত। আমি জানি, অন্যান্য ক্লাব ওর জন্য ৩ থেকে ৪ কোটি ইউরো দিতে চাইবে। ইউভেন্তুস ও ম্যানচেস্টার সিটির আগ্রহ থেকেই তার মান বোঝা যায়।"

"সে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং প্রতি বছর ক্লাবে উন্নতি করছে। ওর অবশ্যই আরও সামর্থ্য দেখানোর আছে। আমি চাই সে বার্সেলোনায় থাকুক।"

২০১২ সালের জানুয়ারিতে পর্তুগালের পেশাদার ক্লাব বেনফিকার সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করেন সেমেদো। চুক্তি শেষে ২০১৭ সালে স্পেনের অন্যতম সফল ক্লাব বার্সেলোনায় যোগ দেন তিনি।

স্থায়ীভাবে পিএসজিতে ইকার্দি

গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল কদিন ধরেই। নিশ্চিত করল ইন্টার মিলান। আর্জেন্টাইন মাউরো ইকার্দির সঙ্গে স্থায়ী চুক্তি করেছে ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ন পিএসজি।

ইকার্দির সঙ্গে পিএসজির চুক্তির বিষয়টি রোববার এক বিবৃতিতে জানায় সেরি আর দলটি। গত সেপ্টেম্বরে এক মৌসুমের জন্য ধারে ইন্টার মিলান থেকে পিএসজিতে যোগ দিয়েছিলেন ২৭ বছর বয়সী এই আর্জেন্টাইন।

ইকার্দিকে পাকাপাকিভাবে রেখে দেওয়ার সুযোগ ছিল পিএসজির। সেটাই কাজে লাগিয়েছে দলটি।

করোনাভাইরাসের কারণে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান বাতিল হয় গত ৩০ এপ্রিল। এর আগে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৩১ ম্যাচে ২০ গোল করেন ইকার্দি।

পিএসজির দলে জায়গা পেতে ইকার্দিকে লড়তে হয়েছিল দলটির হয়ে সর্বোচ্চ গোল করা এদিনসন কাভানির সঙ্গে। ৩০ জুন শেষ হবে পিএসজির সঙ্গে উরুগুয়ের এই ফরোয়ার্ডের চুক্তির মেয়াদ।

তৃতীয় টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়া দলে ফিরলেন ডেভিড ওয়ার্নার

সিডনী, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিডনী টেস্টে খেলবেন ডেভিড ওয়ার্নার। তৃতীয় টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে যোগ দিলেন কুঁচকির চোটের জন্য বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম দু'টি টেস্টে মাঠে নামতে না পারা ওয়ার্নার।

তাঁর পাশাপাশি স্কোয়াডে ফিরলেন তরুণ ওপেনার উইল পুকোভস্কিও। ঘরোয়া ক্রিকেটে নজর কাড়া উইল পুকোভস্কি নতুন মুখ হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দলে ঢুকেছিলেন। যদিও প্রস্তুতি ম্যাচে হেলমেটে বল লাগায় প্রথম দু'টি টেস্টে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। সিডনীতে তাঁর টেস্ট অভিষেকের সম্ভাবনা প্রবল।

প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে হাফ-সেঞ্চুরি করলেও জো বার্নসের ফর্মে খুশি নয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ওয়ার্নার দলে ফেরায় স্বাভাবিকভাবেই স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেলেন বার্নস। চলতি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ দু'টি টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া ১৮ সদস্যের যে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে, তাতে নাম নেই বার্নসের।

তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড: টিম পেইন (ক্যাপ্টেন), সিয়ান অ্যাবট, প্যাট কামিন্স, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, জোস হ্যাজেলউড, ট্রেভিস হেড, মইজেস হেনরিকস, মার্নাস ল্যাবুশান, ন্যাথন লিয়ঁ, মাইকেল নেসের, জেমস প্যাটিনসন, উইল পুকোভস্কি, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মিচেল সোয়েপসন, ম্যাথিউ ওয়েড ও ডেভিড ওয়ার্নার।

Dated, Agartala the 12th December,2020.
CANCELLATION OF NIT
The NIT No.F.1(7)-TGP/Disposal-Machineries/2015/1393-94 dated 09.11.2020 for Auction Sale of Unserviceable Aluminum Plates is hereby cancelled due to technical reasons.
(S. Mog)
Director GA(Printing & Stationery) Department
ICA/C-2616/2020-21

F.No. 2(16)-RD (TRLM)/SDS/2018/5828-21
Dated, Agartala28/12/2020
MEMORANDUM
The date for Notice Inviting Quotation (NIQ) from authorised dealer/ Multipurpose Co-Operative Society/ authorised suppliers/ central Govt. & other state Govt. agencies for providing Fishery kits for the Community Service Provider (CSPs) vide No.F.2(16)/RD/TRLM/SDS2018/5210-16 dated 05/12/2020 has been extended for 10 (ten) more days i.e. 28/12/2020 to 07/01/2021 upto 3.00 PM fur submission of NIQ under TRLM. The bidders can check the detailed NIQ by visiting the followii.g portal www.rural.tripura.gov.in/ viltvw.trlm.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in All other terms and conditions of the NIQ are remaining same.
(R. Das, TCS)
Addl. Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission
ICA/C-2615/2020-21

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- SDO(E)/IE-II/2020-21/05 DATED 29.12.2020
Name of Work(s):- 1. Providing Temporary illumination in the Dasarath Deb Sports Complex including yard lighting in connection with Army recruitment rally w.e.f 12.01.2021 to 20.01.2021.(Illumination w.e.f 11.01.2021 to 20.01.2021 i.e,10(ten) days)
DNIT NO:-SDO(E)/IE-II/2020-21/05
Last date for receipt of application for tender form: 04.01.2021
Last date for issue of tender form: - 05.01.2021
Last date and time for receipt of tender document: 06.01.2021 upto 3:00 pm.
Cost of tender form: - Rs 500.00
Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.
S.D.O. (E)
I. E. Sub-Division No.-II
Agartala, West Tripura.
ICA/C-2612/2020-21

NOTICE INVITING LIMITED e-TENDER
N0.F.2 Dated, CPC/ Homeo /Med / DHS / 2020-21
Date, Agartala 24/12/2020
TENDER FOR E01 FOR HOMOEPATH MEDICINE FOR THE YEAR 2020-21 UNDER THE HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF TRIPURA.
A Tender (E0i) is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, of Tripura from resourceful, experienced and bona fide, renowned Central Public Sector Undertaking (CPSUs) or State Public Sector (SPSUs) or Pharmacies manufacturing under the State Government Co-operative who have their own arrangement for manufacturing Homeopathic medicine for procurement of "Homeopathic medicine" for the year The details of tender, list of items with indicative quantity and limited tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last of submission of the tender documents by online up to 4:00 pm. All future modification/ corrigendum shall be made in the e procurement portal, So bidders are requested to get the update from the e procurement web portal only.
Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala
ICA/C-2604/2020-21

বিজ্ঞপ্তি

কথাসাহিত্যিক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের ১০৭তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন (১-৮ জানুয়ারি, ২০২১) উপলক্ষে উনকোটি ও গোমতী জেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সূচি ১লা জানুয়ারি, ২০২১ ঃ-

উদ্বোধন	সকাল ৯ ঘটিকায়
স্থান	পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, পাবিয়াছড়া, কুমারঘাট
উদ্বোধক	শ্রী ভগবান দাস, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
অনুষ্ঠান ঘটিকা।	ক) প্রখ্যাত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্ল বর্মনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন সকাল ৯ খ) ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি, কুমারঘাট শাখা কর্তৃক পরিচালিত স্থানীয় বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সকাল ১০ ঘটিকায়। গ) প্রখ্যাত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মনের জীবন দর্শন ও সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির উপর বিভিন্ন স্কুল, কলেজ,
ছাত্র-ছাত্রীদের	মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা (স্থানীয়) বিকাল ৩ ঘটিকায়।
	ঘ) স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিকাল ৪:৩০ ঘটিকায়
	গোমতী জেলা, ত্রিপুরা
উদ্বোধন	সকাল ১১ ঘটিকায়
স্থান	অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, অমরপুর
উদ্বোধক	শ্রীমতি প্রতিমা ভৌমিক, মাননীয়া সাংসদ, পশ্চিম ত্রিপুরা
প্রধান অতিথি	শ্রী রঞ্জিত দাস, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
মুখ্য আলোচক	সাজু ভাহিত এ (আই.এ.এস), উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা
সম্মানিত অতিথি	শ্রী মহীভূষণ চক্রবর্তী, সদস্য, জেলা পরিষদ, গোমতি, ত্রিপুরা
	শ্রীমতি মন্টি রুদ্র পাল, চেয়ারপার্সন, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতি
সভাপতি	শ্রী প্রদীপ কুমার দীপক, অধ্যক্ষ, অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, অমরপুর

উক্ত অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে
সন্তোষ দাস
অধিকর্তা, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

ICA-D-1164/20

বুধবার আগরতলায় সিপিআইএম এক সভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি-নিজস্ব।

গন্ডাছড়ায় আক্রান্ত যুব কংগ্রেস সভাপতি বাড়িতে গেলেন পিসিসি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। আক্রান্ত যুব কংগ্রেস সভাপতির বাড়ি পরিদর্শনে গেলেন পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। বুধবার রাইমাভ্যালী ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকারের বাড়িতে ছুটে যান ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। এই দিন তিনি গন্ডাছড়া ত্রিশ কার্ডসিত ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতির বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন এবং তার ক্ষতিগ্রস হাস,মুরগির ফার্মটি ঘুরে দেখেন। তিনি এই ন্যাক্কার জনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিনিত করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির প্রদানের দাবি জানান। এই দিন পিযুষ কান্তি বিশ্বাসের সাথে ছিলেন রাইমাভ্যালী ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বকুল বিকাশ চাকমা,অমরপুর ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব চঞ্চল দে প্রমুখ।

এদিকে, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাষের পৌরোহিত্যে বুধবার সন্ধ্যা রাতে গন্ডাছড়া কংগ্রেস ভবনে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক সভায় আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাছাড়া আগামী ২৯ শে জানুয়ারী প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা আগরতলায় ম্যাগা রেলী নিয়েও আলোচনা হয়। এই দিনের সাংগঠনিক সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপসিত ছিলেন রাইমাভ্যালী ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বকুল বিকাশ চাকমা, যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার, অমরপুর ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব চঞ্চল দে প্রমুখ।

রানীরবাজারে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রানির বাজার এর দুর্গানগর এ মা ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বুধবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। শিবিরে মোট ৪০ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।রক্তদান শিবির পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন দুর্গানগর এর মা ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি রক্তদান শিবির সংগঠিত করে সমাজকে যে বার্তা দিতে চেয়েছে তা খুবই সময়োপযোগী। সাংসদ বলেন রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। রক্তের অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন রক্তের বিকল্প এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু আবিষ্কার করা যায়নি। কোন ল্যাবরেটরীতে রক্ত তৈরি করা যায় না।একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়ে রক্তের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের ব্লাডব্যাংক কুড়িতে রক্তের মজুদ খুবই কম। ফলে চিকিৎসা পরিষেবা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সচেতন মহল রক্তদানে এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন।রানির বাজার এর দুর্গা নগর এলাকার মা ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি রক্তদান শিবির সংগঠিত করা তিনি তাদের ভূয়শী প্রশংসা করেন।বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সমাজসেবী সংস্থাগুলিকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

গন্ডাছড়ায় জনশিক্ষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। গনমক্তি পরিষদ গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ৭৬ তম ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার গন্ডাছড়ায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরার বাড়িতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপসিত ছিলেন জিএমপির রাজ্য কমিটির সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ জিতেন চৌধুরী, জিএমপি গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক সুমতি চাকমা, সভাপতি ললিত ত্রিপুরা,পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা,পার্টির নেতৃত্ব সন্তোষ চাকমা, সুশান্ত হাজারি, মোহনচান ত্রিপুরা,অভিলাষ সরকার প্রমুখ। আলোচনা সভায় জিএমপি রাজ্য সভাপতি জিতেন চৌধুরী জনশিক্ষা দিবসের গুরুত্ব আরোপ করে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। এই দিনের জনশিক্ষা দিবসে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপসিতি বেশ সাড়া পড়ে।

বিলোনীয়ায় স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এবং দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ২৪ ডিসেম্বর দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়ার পুরাতন টাউন হলে স্বাস্থ্য বিষয়ক এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উল্লেখ্য, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্যস্তরের প্রকল্প আধিকারিকগণ সম্পতি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। আলোচনাচক্রে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের প্রকল্প আধিকারিকগণ তাদের পরিদর্শনের সময় যে সমস্ত বিষয় উঠে এসেছে তা তুলে ধরেন। জেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে সাধারণ মানুষ যে সকল পরিষেবা পাচ্ছেন তার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের প্রকল্প আধিকারিকগণ। আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন ডাঃ শংকর দাস, ডাঃ রণেন বর্মণ, ডাঃ নীলা'না ভ-চার্য ও ডাঃ সুপ্রিয় মল্লিক। তাছাড়াও আলোচনাচক্রে অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ নমঃ। আলোচনাচক্রে দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত সমস্ত হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামের নোডাল অফিসারগণ ছাড়াও প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কর্মীগণও উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কায়াকল্প প্রকল্পে প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের নিয়ে গত ২৩ ডিসেম্বর আগরতলার আই এম এ হলে কায়াকল্প প্রকল্পের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশিস দাস, জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ ঈশিতা গুহ ও কায়াকল্প প্রকল্পের ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার ডাঃ সুখেন্দ নাথ। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ৫২ জন কমিউনিটি হেলথ অফিসার অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে কায়াকল্প প্রকল্পের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষ্কার পরিছন্নতা বজায় রাখা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন কায়াকল্প প্রকল্পের ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার ডাঃ সুখেন্দ নাথ। শিবিরে জেলার হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার সহ সমস্ত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কায়াকল্প প্রকল্পকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

অনিল নমশূদ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন অনিল নমশূদ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২৪ ডিসেম্বর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পালস পোলিও টিকা, শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ ও গর্ভকালীন সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যকর্মীগণ উপস্থিত সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

উত্তর ত্রিপুরায় পুরুষদের বন্ধ্যাত্বকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। ডঁত্তব ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে গত ২৪ ডিসেম্বর পুরুষদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে ১৭-কোটি ছাড়াল করোনা-টেস্ট সক্রিয় রোগী কমে ২.৫৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা আরও কমল। একইসঙ্গে ভারতে ১৭ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৫.৯৯ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৭,০৯,২২,০৩০-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১.২০-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ১১,২০,২৮১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে সামগ্রিক সুস্থতার হার প্রতিদিনই বাড়ছে। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২৬,৫৭২ জন।ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ২.৫৬ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪৮,৪৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৮৬ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৮,৩৪,১৪১ জন (৯৫.৯৯ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২ লক্ষ ৬২ হাজার ২৭২ জন করোনা-রোগী।

চিন্তা বাড়াচ্ছে নয়া স্ট্রেন, ৭ জানুয়ারি অবধি ব্রিটিশ বিমানে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ব্রিটেনে লাগামহীন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেন (প্রজাতি), আর তা নিয়ে আতঙ্ক বিরাজমান ইউরোপে। নয়া বিপদ থেকে বাঁচতে ব্রিটেনে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিয়েছে একাধিক প্রতিবেশী দেশ। এবার ভারতও ব্রিটিশ বিমানে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্রিটেনে যাওয়া ও আসার সমস্ত বিমান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। বুধবার কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানিয়েছেন, "সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ২০২১ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্রিটেনে যাওয়া ও আসা বিমানে সাময়িক স্থগিতাদেশ থাকবে।"

মঙ্গলবার ছিল ৬। বুধবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০। ব্রিটেন থেকে ভারতে আগত মোট ২০ জনের শরীরে মিলেছে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতির হদিশ।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে গত ২৮ ডিসেম্বর টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩০ জন শিশুকে বিভিন্ন টিকা দেওয়া হয়। এই শিবিরে শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ ও গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে প্রসব করানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি ডায়ারিয়া সহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা নিয়মিতভাবে হাসপাতালে এসে করানোর প্রয়োজনীয়তার উপরও আলোচনা করা হয়। টিকাকরণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পশ্চিম জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বিষয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের নিয়ে গত ২৩ ডিসেম্বর আগরতলার আই এম এ হলে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ৫২ জন কমিউনিটি হেলথ অফিসার অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ ঈশিতা গুহ, কনসালটেন্ট অলান দেব এবং ডি ই ও অমিতাভ রুদ্রপাল। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কলোনীতলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। সোনামুড়া মহকুমার মতিনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন কলোনীতলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২৪ ডিসেম্বর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পালস পোলিও টিকা, শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ ও গর্ভকালীন সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা ও সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

১ জানুয়ারি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগামী ১ জানুয়ারি, ২০২১ পর্ষদের সকল কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অবগতির জন্য আজ এক প্রেস রিলিজে পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত সচিব এই সংবাদ জানান।

রবীন্দ্রনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন রবীন্দ্রনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ২৪ ডিসেম্বর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীগণ টিকাকরণ কর্মসূচির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া শিবিরে ম্যালেরিয়া ও যক্ষা রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যকর্মীগণ সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের ব্লাড সুগার, রক্তচাপের পরীক্ষা নিয়মিতভাবে হাসপাতালে গিয়ে করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবারও বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বামুটিয়ায় চোরের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাতের আঁধরে গাড়ি থেকে ব্যাটারি সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। মোহনপুরের বামুটিয়ার ছোট আমতলী এলাকায় গতকাল রাতে গাড়ির ব্যাটারি চুরির ঘটনা ঘটেছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকার গাড়ির মালিক এবং চালকরা সাধারণত রাস্তার পাশেই গাড়ি রেখে রাতে বাড়িতে চলে যান।এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের শহর গাড়ির ব্যাটারি সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। গতকাল রাতেও বামুটিয়া ছোট আমতলী এলাকায় এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।পরপর এসব ঘটনা সংঘটিত হতে থাকায় গাড়ির চালক এবং গাড়ির মালিকের মধ্যে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এ ব্যাপারে সিধাই থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত গাড়ির ব্যাটারি চুরির ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।যানবাহনের চালক মালিক এবং স্থানীয় জনগণের দাবী এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলে এভাবে চুরির হিড়িক পড়বে না পরে তারা মনে করেন। পুলিশের তরফে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

শ্রীনগরের উপকণ্ঠে এনকাউন্টারে নিকেশ একজন জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

শ্রীনগর, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): রাতভর অভিযানের পর সাফল্য।শ্রীনগরের উপকণ্ঠে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। শ্রীনগর জেলার হোকারসার এলাকার ঘটনা। নিহত জঙ্গি কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য, তা জানা যায়নি। এনকাউন্টার শেষে উদ্ধার করা হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র। কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশেষ সূত্রে খবর পাওয়া যায় শ্রীনগর জেলার হোকারসার এলাকায় জঙ্গিদের গতিবিধি বেড়েছে। বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাত থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সেনাবাহিনীর ০২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং সিআরপিএফ।

যৌথ অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। যৌথ বাহিনী যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেয়। এরইমধ্যে জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। কিন্তু, জঙ্গিরা আত্মসমর্পণ করেনি। রাতের অন্ধকারের কারণে সাময়িকের জন্য অভিযান বন্ধ রাখা হয়। তবে, জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য সতর্ক ছিল সুরক্ষা বাহিনী। বুধবার ভোর থেকে পুনরায় গুলির লড়াই শুরু হলে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

ভারতে করোনা-মুক্ত ৯৮.৩৪-লক্ষের বেশি, দৈনিক সংক্রমণ নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে দৈনিক কোভিড সংক্রমণ এবার ২০ হাজারের গণ্ডি ছাড়াল। দৈনিক মৃত্যু হয়েছে ২৮৬ জনের। ভারতে সুস্থতার হার বাড়তে বাড়তে ৯৫.৯৯ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৯৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৪১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২০,৫৫০ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০২,৪৪,৮৫৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারা দিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ২৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২৬,৫৭২ জন।

২৮৬ বেড়ে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪৮,৪৩৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৬,৫৭২ জন সুস্থ হওয়ার পর ভারতে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯৮,৩৪,১৪১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৬২ হাজার ২৭২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৬,৩০৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে মোট করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা ১১,২০,২৮১।

দেশে শক্তিশালী বিরোধীদের থাকা ভীষণ জরুরি : রাকেশ টিকাইত

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ টিকাইত। আক্ষেপের সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দেশে শক্তিশালী বিরোধীদের থাকা ভীষণ জরুরি। যাঁদের সরকার ভয় পাবে, কিন্তু ভারতে বিরোধীদের সেই শক্তি নেই। ফলে বাধ্য হয়েই রাস্তায় নামতে হয়েছে কৃষকদের।

কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। সরকার কৃষকদের কথা শুনলেও, আইন প্রত্যাহার করতে নারাজ। ইতিমধ্যেই কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে ও কৃষি আইন ইস্যুতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন কংগ্রেস নেতারা।

স্বাগত ২০২১

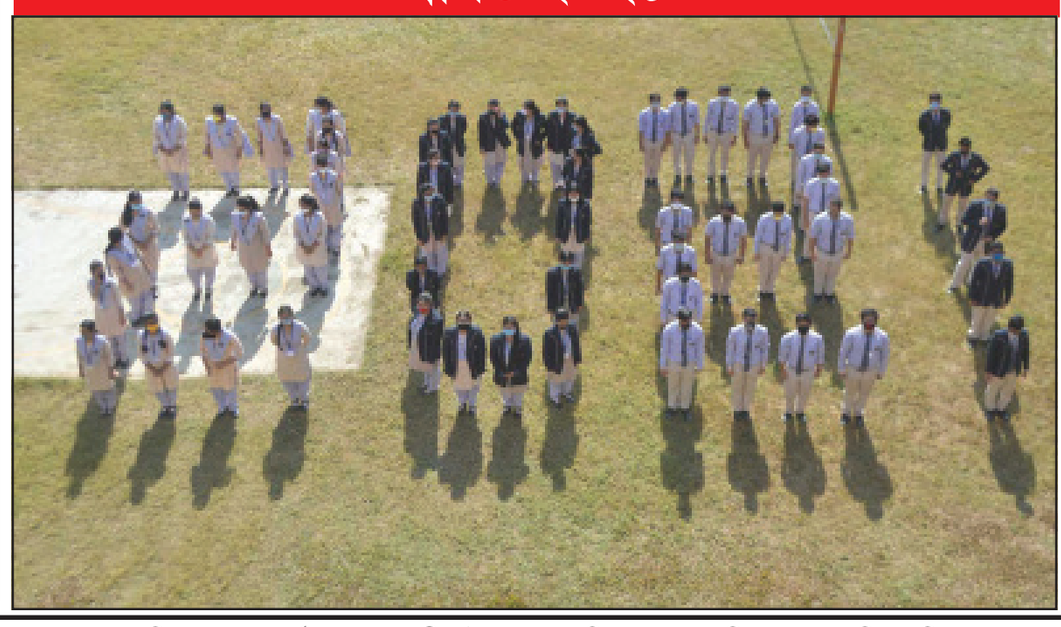

খোয়াই জেলায় যক্ষা রোগীদের নিয়ে মত বিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার বেহালাবাড়ি স্থিত হেমন্ত দেববর্মা ম'তি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৩ ডিসেম্বর পশ্চিম সিঙ্গিছড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যক্ষা রোগীদের নিয়ে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন গ্রাম প্রধান স্বপা উড়াং। এই মত বিনিময় সভায় ২৮ জন যক্ষা রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্য আশাকর্মীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। সভায় যক্ষা রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি কি কি, প্রতিকারের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এম পি এস সুব্রত আচার্য এবং এম পি ডব্লু শিল্পী রাণী দাস। শিবিরে যক্ষা রোগ নিরাময়ে প্রতিদিন ডট্ সহ চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়েও আলোচনা করা হয়। তাছাড়া যক্ষা রোগের চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করার জন্য সরকার থেকে যক্ষা রোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে সরাসরি ৫০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। বৈঠক শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কেমতলি গ্রাম পঞ্চায়েতে ছবি আঁকার কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। উত্তর-পূর্বাঞ্চল জোনাল কালচ্যারাল সেন্টার এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী - ২০২১ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে কেমতলি গ্রাম পঞ্চায়েতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।